ত্রৈমাসিক সুন্নী দর্পণ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

১. ধর্মীয় সংস্কার মূলক দলীল রুচিশীল প্রবন্ধ, নাত, মানকাবাত, সুন্নী দর্পণ পত্রিকায় স্থান পাইবে।
২. লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩. বৎসরে যে কোন সময় নিয়মিত গ্রাহক হওয়া যায়।
৪. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০/-টাকা মাত্র। ৫.বাৎসরিক ডাকসহ ২৫০/-টাকা মাত্র।

লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা
TOROYMASIC SUNNI DARPAN PATRIKA
Mob- 9800246677, 9775195662, 9732030031

-:পত্রিকা পাইবার ঠিকানা:-

> আশরাফিয়া নেট সেন্টার, হোসেন মোড়, জঙ্গিপুর (৯৭৭৫১৯৫৬৬২)
> মুসলিম বুক ডিপো, কালিয়াচক, মালদা।
> মুফ্‌তী বুক হাউস, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
> ফিক্‌রে রেজা একাডেমি, কাপসিট মাদ্রাসা, বর্ধমান।
> রায়হান বুক ডিপো, পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।
> দাতা ষ্টোর, রামপুরহাট, বীরভূম।

-:পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়:-
(ছন্দের মাধ্যমে)

সু-সুফী মোরা ক্বোরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াসের অনুসারী।
ন-নত করিনা শিল্প সম্মুখে ছাড়া, যিনি সব মাখলুকের সৃষ্টিকারী।
নী-নীতি শিক্ষা হল এটা, যা খোদা প্রাপ্তির শর্ত প্রধান।
দ-দয়ার নবীর অসীলায় তা কোরআন দিয়েছে প্রমাণ।
র্প-(প)-পত্রিকা সুন্নী দর্পণ পড়ুন, পড়ান রাখুন সকলের ঘরে ঘরে।
ণ-(ন) নবীর করুণায় আহলে সুন্নাত ও মাসলাকে রেজা জানার তরে।

ফক্বীর নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

বিঃ দ্রঃ। এই পত্রিকার, সদস্যপদ গ্রহণ, সদস্যপদ বাতিল, লেখা সিলেক্ট, এবং যে কোন বিষয়ে শেষ ফয়সালা সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে-সম্পাদক।

Rs-40/-

Sunni Darpan Patrika

পশ্চিম বাংলায় মাসালাকে আলা হযরত এর মুখপত্র
ত্রৈমাসিক

جشن عید میلاد النبی

সুন্নী দর্পণ পত্রিকা

October 2023

ঈদে মীলাদুন্নবী (ﷺ) সংখ্যা
চতুর্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সম্পাদক
খালিফায়ে হুজুর জামালে মিল্লাত
মুফতী নুরুল আরেফিন রেজবী আজহারী
পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

৭৮৬/৯২/৯১৭

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

≈ ত্রৈমাসিক

সুন্নী দর্পণ পত্রিকা ≈

শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য বিষয়ক (অক্টোবর, ২০২৩)

(৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

স্মরণার্থে

সিরাজুল উম্মাহ্ হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত নুমান ইবনে সাবিত ইমামে আযাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু।

বাফায়জে রুহানী

হুযুর গাওসে সামদানী কুতুবে রাব্বানী মাহবুবে সুবহানী শাইখ আব্দুল ক্বাদীর জিলানী ও গিলানী, হুযুর সুলতানুল হিন্দ খাযা গরীব নাওয়াজ, মাহবুবে ইয়াজদানী হুযুর মাখদুম আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, মুজাদ্দিদে আযাম ইমাম আহমদ রেযা খান মুহাদ্দিসে বেরেলবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম।

পৃষ্ঠপোষক বা জেরে সারপারস্ত

পীরে ত্বরীকাত জামালে মিল্লাত হুযুর জামাল রেজা খান ক্বাদেরী রেজবী নুরী দামাত বারকাতাহু, বেরেলী শরীফ।

সম্পাদক ঃ খলিফায়ে হুযুর জামালে মিল্লাত **মুফতী নুরুল আরেফিন** রেজবী আজহারী (পূর্ব বর্ধমান)।
সহ-সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব মাষ্টার শফিকুল ইসলাম রেজবী সাহেব। (শিক্ষক গাড়ীঘাট মাদ্রাসা)
সভাপতি ঃ মুফতী মুজাহেদুল ক্বাদেরী (মুর্শিদাবাদ)
সহ-সভাপতি ঃ মুফতী সাফাউদ্দিন আশরাফী সাক্বাফী। (পঃ বর্ধমান)
অক্ষর বিন্যাস ঃ মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ, মনিরুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ ঃ মৌলানা খাইরুল হাসান আশরাফ জামালী।

ঈসালে সাওয়াব

আলহাজ্ব মাওলানা আইউব আলী সাহেবের আব্বাজানের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ঈসালে সাওয়াব উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করা হল।

≈ সূচিপত্র ≈

১. সম্পাদকীয় ---------- ৩
২. তাফসীর ও ব্যাখ্যা ---------- ৫
৩. হাদীস শরীফ দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা ---------- ৬
৪. ৭৮৬ এর সম্পর্কে সঠিক ধারণা ---------- ৮
৫. ঈদে মিলাদুন্নাবী সম্পর্কে বাতিলদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও তাদের উত্তর ---------- ১১
৬. শানে হযরাত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু ---------- ১৯
৭. মিলাদুন্নাবী পালনের বৈধতা প্রসঙ্গে মক্কা মদিনা শরীফের উলামাদের ফতোয়া ---------- ২০
৮. মালিক ও মুখতার নাবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ---------- ২৫
৯. হযরত নুর কুতুব আলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ---------- ২৮
১০. হায়েজ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি মাসলা ---------- ৩১
১১. মহিলাদের ক্বরস্থান কিংবা মাযারে যাওয়া নিষিদ্ধ ---------- ৩৪
১২. ফাতওয়া বিভাগ (আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর) ---------- ৩৫
১৩. বিশ্বব্যাপি ইসলামবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে কারা ও কেন? ---------- ৩৭
১৪. ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ ---------- ৩৮
১৫. কাব্য লিপি ---------- ৩৯

গত সংখ্যা প্রকাশ করতে যিনারা আর্থিক ভাবে সাহায্যে করেছিলেন

১. জাহিরুল হোসেন হক জামালি, ২. সাবির হোসেন, ৩. বদরুল আলম, ৪. আব্দুল কাইয়ুম, ৫. জুলফিকার আলী, ৬. রাশেদুল সেখ, ৭. লালচাঁদ, ৮. তোপী জামালী, ৯. মইনুল হাসান, ১০. সাহিল জামালী, ১১. হাফিজ নুর আমিন, ১২. শেখ আশরাফুল, ১৩. শেখ হাফিজুর রহমান, ১৪. জিল্লুর রহমান বুলকেস, ১৫. সিপর জামালী, ১৬. সম্বল জামালী, ১৭. খাইরুল হাসান আসরাফ জামালী, ১৯. শামসুল আরেফিন মিদ্দা, ২০. রঞ্জন জামালী, ২১. রাকিব জাভেদ, ২২. সেখ মসিউর, ২৩. সুজন ক্বাদেরী, ২৪. সেখ আলিমুদ্দিন, ২৫. হামিদুর মিয়াঁ, ২৬. জহরুল গায়েন, ২৭. জাহাঙ্গীর গাজী, ২৮. সুজাউদ্দিন ইউসুফ (সঞ্জু), ২৯. মহম্মদ রেজা, ৩০. এসরাজ হোসেন, ৩১. বাকের জামালী, ৩২. আজহার জামালী, ৩৩. আমিরুল ইসলাম।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সম্পাদকীয়

সুলহে কুল্লি প্রচারে নেপথ্যে

লেখনীর এই পর্যায়ে একটু পূর্বের কথা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। নিলে সুবিধেই হবে। অনেকটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে, সুলহে কুল্লি প্রচারে নেপথ্যে দায়ীদের মধ্যে একজন হল বাংলাদেশের আলাউদ্দিন জেহাদী নামক ব্যক্তি। কয়েকবছর পূর্বে সর্বপ্রথম যখন এই গুমরাহ প্রকৃতির ছদ্মবেশি, মাসলাকে আলা হযরত বিদ্বেষী আলাউদ্দিন জেহাদী পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন আলেমের সহয়তায় পশ্চিমবঙ্গে আসে, তখনই আমার মনের মধ্যে একটি অশনি সংকেত জন্মেছিল যে, এই বক্তা পশ্চিমবঙ্গের সিধেসাদা মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টি না করে বসে ! দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সর্বপ্রথম তাকে নিয়ে জালসার আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামের নেপথ্যে যে সকল সুন্নী উলামা ছিল তাদের নাম প্রকাশ এই স্থলে করছি না। যাইহোক, তার প্রোগ্রাম লাইভ কাষ্টিং হচ্ছিল। যে কেউ আমাকে লিংক পাঠায় এবং তার গুমরাহকৃত বক্তব্যের আচঁ পেয়ে আমাকে কিছুটা শ্রবণ করার অনুরোধ করে। মাত্র কয়েকমিনিটের মধ্যেই (সম্ভবত ২২-৩০ মিনিটে) সে তার বক্তব্যে একটি গজল পাঠ করতে গিয়ে সে ''আল্লার লীলা খেলা'' বলে একটি বাক্য উচ্চারণ করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদকরতঃ ঐ ষ্টেজে বসে থাকা তাবড় তাবড় কয়েকজন সুন্নী আলেমের মধ্যে একজনকে ফোন করি এবং এরূপ বলি, আপনারা মাসলাকে আলা হযরতের ক্বুরবানী দিয়ে দিলেন, আপনাদের সম্মুখে ইসলামী আক্বীদা বিদ্বেষী কথা হচ্ছে আর আপনারা চুপচাপ শুনছেন! ঐ খবিসকে ফোন দেন যে মহান আল্লাহ শানে বেআদবী মূলক শব্দ ব্যবহার করছে! কিন্তু অপর এক মাওলানা বক্তাকে ফোন দিতে অস্বীকার করে। এরপর আমি আলাউদ্দিনের ব্যবহৃত শব্দ আল্লাহর লীলা খেলা শব্দটি নিয়ে তাহক্বীক্ব করি এবং আলাউদ্দিনের জন্য তাওবা করা জরুরী বলে ঘোষণা করি। বাস আর যাব কোথা! যেই বলা সেই কাজ কিছু সুন্নী উলামা আমার কথাব ও ফতোয়ার সমালোচনায় সোসাল মিডিয়ায় ঝড় তুলে দেয়। প্রাথমিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের কোন আলেমের সাথ পাইনি । একজন প্রসিদ্ধ আলেম ও বক্তা এরূপও মন্তব্য করেছিল ঃ নুরুল আরেফিন একদিকে এবং পূরো বাংলার উলামা অপরদিকে। কিন্তু হক্ব কখনও গোপন থাকে না। এর ফতোয়ার জন্য আমি মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তাফা আমজাদী রেজবী (শাহাজাদায়ে সদরুশ শরীয়া) মাদ্দাজিল্লুহুল আলীকে ফোন করি এবং এভাবে বলি, কোউ মুকাররির আগার আল্লাহ তায়ালা কি শান মে ইস তারাহ কাহে ' আল্লাহ কা লীলা খেলা' তো উস পার শরীয়াত কা কিয়া হুকুম হোগা? উত্তরে হযরত আরয করেন, ইয়ে কুফরে ফিকহী। উসকে লিয়ে ভি তাওবা ইস্তেগফার লাযিম হ্যয়। (উল্লেখিত এই বক্তব্য ইসলামী দপর্ণ মিডিয়া আপলোডও করা হয়েছিল)। এরপর হুজুর মুহাদ্দিসে কাবীরের প্রদেয় ফতোয়া শ্রবণ করে কয়েকজন উলামারা আমার সাথে সহমত পোষণ শুরু করেন। উল্লেখ্য, মুফতী আশরাফ

রেজা সাহেব (আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হায়াতকে সুস্থতার সাথে লম্বা করুন) এ প্রসঙ্গে একটি মাকালাও লিপিবদ্ধ করে ছিলেন। যাইহোক, তখন থেকে এই জেহাদীর বক্তব্য যে মানুষদের কে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত হয়ে যাই। শুধুমাত্র সুন্নী মাযহাবে কিছু হাদিস ও বাতিলদের দু-একটি রদ ব্যতীত তার বক্তব্যে স্বাভাবিকভাবেহ মাসলাকে আলা হযরতের বিদ্বেষ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর এজন্য সে বিভিন্ন কৌশলে স্লো পয়জন অবলম্বন করে যা, অনেকের বক্তব্য চলাকালীন বোধগম্য হয় না।

গত কয়েকমাস পূর্বে কয়েকজন সুন্নী আলেম নিজেদের নফসের প্ররোচনাতেই হোক কিংবা নিজেদের জেদ পূরণ বশতই হোক , তাকে আবার নিয়ে আসে এবং বীরভূম জেলার তাকে নিয়ে কয়েকটি সভা করে। আমি ঐ সকল আলেমদের ঘোর প্রতিবাদ করি। আবার সাম্প্রতিক ১৮ই আগষ্ট ২০২৩ শেখপাড়ায় সুন্নী সম্মেলনে তাকে নিয়ে আসার খবর প্রচারিত হয়। এমনকি কয়েকজন উলামা তার আসা রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কমিটির সঙ্গে **সরাসরি কিংবা অসরাসরি যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। তার প্রতিরোধে তার ক্রিয়াকলাপ ও আলা হযরত বিদ্বেষী মনোভাব জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য ওয়াটস আপ গ্রুপও খোলা হয়। (আমি ব্যস্ততার ও অতিরিক্ত ম্যাসেজ আসার দরুন এখানথেকে লিফট নিই)। কিন্তু কে কার কথা শুনে ? কমিটির লোকেরা তাকে নিয়ে আসতে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠে। সে যে স্টেজে আলা হযরত বিদ্বেষী বক্তব্য দেবে তা অনেকেউ আঁচ পেয়েছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে তার বক্তব্যে মাসলাকে আলা হযরত বিদ্বেষী কিছু কথা আমাদের তথা সুন্নী সমাজকে ব্যথিত করেছে। সেই ষ্টেজে আলাউদ্দিনের আলা হযরত বিদ্বেষী মনোভাব তার বক্তব্যে কখনও ফুটে উঠেছে. উঝরী খাওয়াকে কেন্দ্র কবে, কখনও আবার মহিলাদের মাজার যাওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর কে কেন্দ্র করে। সবচেয়ে গুমরাহকৃত বক্তব্য, যা সেই ষ্টেজে রেখেছিল তা হল সে মাসলাকে আলা হযরত ও হানাফী মাযহাবকে আলাদা ভাবে দেখিয়ে। অর্থাৎ এই কনফারেন্সেও উলামাদের সামনে বর্তমান একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত তথা মাসলাকে আলা হযরতের ক্বুরবানী করা বৃথা প্রচেষ্টা সে চালিয়ে গেল! সেই অভিশপ্ত ভাষণকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন যাবৎ সোসাল মিড়িয়ায় ঝড়ের দাপট অব্যহত ছিল।**

অতএব, সকল উলামা ও সাধারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কে আবেদন জানাই, এ ধরণের ফিৎনাসৃষ্টিকারী গুমরাহ বক্তাকে বয়কট করুন। আসুন, আমরা সকলে মিলে আমাদের দেশের বাংলাদেশী দূতাবাস ও হাইকমান্ডারের নিকট আবেদন করার চেষ্টা করি যেন, আগামীতে এ ধরণের ফিৎনাসৃষ্টিকারী বাংলাদেশী বক্তাদের যেন ভারতে আসার সুযোগ না দেওয়া হয়।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদেরকে একমাত্র নাজাত প্রাপ্তদল আহলে সুন্নাত তথা মাসলাকে আলা হযরতে উপর ক্বায়েম ও দায়েম রাখেন। (আ-মী-ন ইয়া রাব্বাল আলামীন বে জায়ে সাইয়্যেদিল মুরসালিন)

তাফসীর ও ব্যাখ্যা

সুরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ(١)الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ(٢)مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ(٣)اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ(٤) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ(٥)صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ(٦) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ(٧)

অনুবাদ

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লহ্‌র, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর; ২. পরম দয়ালু, করুণাময়; ৩ প্রতিদান দিবসের মালিক। ৪. আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫.আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো; ৬.তাঁদেরই পথে যাঁদের উ পর তুমি অনুগ্রহ করেছো ৭. তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথ ভ্রষ্টদের পথেও নয়।

****মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে যে আক্বীদা রাখা আবশ্যিক তার মধ্যে কয়েকটি ঃ-**

১. তিনি এক, তাঁর কোন; শরীক বা অংশীদার নেই।

২. তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

৩. তিনিই একমাত্র উপসনার উপযুক্ত।

৪ তিনি ওয়াজিবুল ওজুদ অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য।৫.তাকে কেও জন্ম দেয়নি, তিনই সকলকে সৃষ্টি করেছেন।৬. তিনিই একমাত্র রিযিক দাতা।

মাসলা ঃ আরবীর উচ্চারণ বাংলাতে করা সম্ভব নয়, সেহেতু পাঠকদের নিকট আবেদন তারা নিকটবর্তী কোন সুন্নী আলেমের নিকট গিয়ে সঠিকভাবে উচ্চারণ জেনে নেবে।

হাদীস শরীফের দ্বারা আক্বাইদ শিক্ষা

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী, পশ্চিম বর্ধমান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

অনুবাদ ঃ এবং যারা আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(সুরা তাওবা আয়াত -৬১)

ভূমিকা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন তোমদের মধ্যে কা য়াব বিন আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছে? কেন না সে আল্লাহ ও তার রাসুল আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছে অর্থাৎ সে রাসুলের গুস্তাখি করে আল্লাহকে কষ্ট দিয়েছে তাই তার আর বাঁচার অধিকার নেই। তখন এক সাহাবীয়ে রাসুল আলাইহিস সালাম উঠে দাঁড়ালেন যার নাম হল মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আলাইহিস সালাম আপনি কি তাকে হত্যা করতে বলছেন? উত্তরে হুযুর আলাইহিস সালাম বললেন হ্যাঁ! কারণ সে আল্লাহ ও তার রাসুল আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছে। আসুন হাদীস শরীফ থেকে দেখেনি।

হাদিস শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"قُلْ"، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قَالَ: وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، وحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا، قَالَ:

الطِّيبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَيْ أَطْيَبَ، وَقَالَ: غَيْرُ عَمْرٍو، قَالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ، قَالَ عَمْرٌو، فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ، قَالَ: نَعَمْ فَشَمَّهُ، ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، قَالَ: دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ".

অনুবাদ:-হযরত জাবিব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কা ব বিন আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছে? কেন না সে فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছে। (তখন)মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন,এবং বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আলাইহিস সালাম আপনি কি চান যে,আমি তাকে হত্যা করি? হুযুর আলাইহিস সালাম বললেন হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন,তাহলে আমাকে কিছু(কৃত্রিম)কথা বলার অনুমতি দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,হ্যাঁ বল। এরপর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন,এ লোকটি(হুযুর আলাইহিস সালাম আমাদের কাছে)সাদকা চায়। এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই (বাধ্য হয়ে)আমি তোমার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি।

فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، فَقَالَ: "أُرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ"، فَقَالَ: نَعَمِ ارْهَنُونِي، قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ؟ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ، هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ، قَالَ سُفْيَانُ:

يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ: امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وَقَالَ: غَيْرُ عَمْرٍو، قَالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ، قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرٌو، قَالَ: سَمَّى بَعْضَهُمْ، قَالَ عَمْرٌو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ، وَقَالَ: غَيْرُ عَمْرٍو أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ عَمْرٌو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشُمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ، وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ

কা'ব বিন আশরাফ বলল,আল্লাহর কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভালো মনে করছিনা। এখন আমি তোমার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন,আমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট হাদীস খানা কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। তখন তিনি বললেন,মনে হয় হাদীসে এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। কা'ব ইবনে আশরফ বললো ধার তো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন,কি জিনিস বন্ধক চান। সে বলল,তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন,আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যক্তি,আপনার নিকট কি করে আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব আমরা ? তখন সে বলল,তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন,আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি ?(কেন না যদি করি তাহলে)তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক কিংবা দুই ওসাকের বিণিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন,লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র। অবশেষে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু কা'ব বিন আশরফকে পূণরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে এলেন। এরপর তিনি কা'ব বিন আশরাফের দুধভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে(উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এসময় তার স্ত্রী বলল,এসময় তুমি কোথায় যাচ্ছো,সে বলল,এইতো মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু এবং তার ভাই আবু নাইলা এসেছে। (তাদের কাছে যাচ্ছি)হযরত আমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ব্যতিত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে,কা'বের স্ত্রী বলল,আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু এবং দুধভাই আবু নাইলা,(অপরিচিত কোন লোক তো নই)ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিৎ। (বর্ণনাকারী)মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে আরো দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। হযরত সুফিয়ান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা করা হয়েছিলো যে, আমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু কি তাদের দুইজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন ? উত্তরে হযরত সুফিয়ান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন,একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। হযরত আমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে,তিনি আরো দুইজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন,যখন কা'ব আসবে। হযরত আমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অনান্য রাবীগণ(মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর সাথীদের সম্পর্কে)বলেছেন যে,(তারা হলেন)আবু আবস ইবনে জাবর হারিস ইবন আউস এবং আব্বাদ ইবনে বিশর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমা। হযরত আমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,তিনি অপর দুই ব্যক্তিকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন,যখন সে আসবে তখন আমি(কোন বাহানায়)তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকবো।

যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে,খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি,তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু একবার বলেছিলেন যে,আমি তোমাদেরকেও শুঁকাবো। কা'ব চাদর নিয়ে নিচে নেমে এলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিলো। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। হযরত আমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অনান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে,কা'ব বলল,আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। হযরত আমর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বলেন,মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু বললেন,আমাকে তোমার মাথা শুঁকতে দেবে কি? সে বলল হ্যাঁ,এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকেও শুঁকালেন। তারপর তিনি পুণরায় বললেন,আমাকে(আরেকবার শুঁকার জন্য) অনুমতি দেবে কি? সে বলল হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন,তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা কা'বকে হত্যা করলেন। এরপর নাবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে এই সুসংবাদ জানালেন।

-------(বুখারি শরীফ হাদীস নং-৪০৩৭,মুসলিম শরীফ হাদীস নং-১৮৯১,সুনানে আবুদাউদ শরীফ হাদিস নং-২৭৬৮,নিযামাতুল বারী খণ্ড-৫,কিতাবুর রিহান পৃষ্ঠা-২৮১)।

গুস্তাখে রাসুলের শাস্তি মৃতুদন্ড گستاخ رسول ﷺ کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا

গুস্তাখে রাসুল কি এক হি সাজা, সার তান সে জুদা সার তান সে জুদা

আক্বীদা ঃ হযরত মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু কয়েকদিন খাওযা দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এই কথা শুনে হুযুর আলাইহিস সালাম হযরত মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কি তুমি খাওযা দাওয়া ছেড়ে দিয়েছো কেন? উত্তরে তিনি বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি আলাইহিস সালাম আমাকে একটা হুকুম দিয়েছেন আমি জানিনা সেটা পুরা করতে পারবো কি না? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি চেষ্টা করতে থাকো এবং এব্যাপারে হযরত সায়াদ বিন মুয়ায রাদ্বী আল্লাহু আনহুর কাছে পরামর্শ করো। সুবহান আল্লাহ! গুস্তাখে রাসুলকে হত্যা করার জন্য সাহাবিয়ে রাসুল আলাইহিস সালামের আক্বীদা দেখুন যে,সে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। তাই আমাদেরও এই ধরণের আক্বীদা হওয়া দরকার যে, যারা রাসুল আলাইহিস সালামের গুস্তাখি করবে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।(নিয়ামাতুল বারী খণ্ড-৫,পৃষ্ঠা-২৮২)।

কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা হল কেন?

কা'ব বিন আশরাফ ছিল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাঁটি শত্রু,এই খবিস হুযু করত অর্থাৎ কবিতার ছন্দের মাধ্যমে সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিত এমনকি সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাফিরদেরকে একত্রিত করত। এই জন্যই তাকে হত্যা করা হয়েছিল।(নিয়ামাতুল বারী খণ্ড-৫,পৃষ্ঠা-২৮২)।

গুস্তাখে রসুলকে হত্যার ফতওয়া

হযরত আল্লামা আলাউদ্দিন হানাফী আলাইহির রাহমা বলেনঃ-যে ব্যাক্তি কোন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগনের মধ্যে কোন নাবী আলাইহিস সালামকে গাল মন্দ করবে সে মুসলমান হলেও কাফির হয়ে

যাবে তার শাস্তি হল তাকে হত্যা করা এবং (হানাফীদের নিকট) তার তাওবা ক্বুবুল হবে না। এবং যদি সে আল্লাহকে গাল-মন্দ করে তাহলে তার তাওবা ক্বুবুল হবে কেন না ইহা হল আল্লাহর হাক্ব। প্রথম অবস্থাটি হল বান্দার হাক্ব যা তাওবা দ্বারা মাফ হবে না। যে তার কুফরিতে এবং আযাবে সন্দেহ করবে সেও কাফির হয়ে যাবে। এবং মুসান্নাফের ফাতাওয়াতে আছে যে ব্যক্তি হুযুর আলাইহিস সালামের জন্য হাসি-মযাক করবে সেও কাফির হয়ে যাবে তার শাস্তি হল তাকে হত্যা করা এবং (হানাফীদের নিকট) তার তাওবা ক্বুবুল হবে না। (আদদুররুল মুখতার মায়া রাদ্দুল মুহতার খণ্ড-৬,পৃষ্টা-২৮১দারু ইহইয়াতুত তুরাসিল আরাবী বেইরুত১৪০৯ হিজরী,নিযামাতু বারি খণ্ড-৫,পৃষ্ঠা-৩৫৫)।। চলতে থাকবে----------।।
পরবর্তী সংখ্যায় পাবেন-গুস্তাখে রাসুল কাবা শরীফে পানাহ নিলেও তাকে হত্যা করা জায়েয আছে। গুস্তাখে রাসুলের লাশ ক্বর ছুড়ে ফেলে দিয়েছে----ইত্যাদি----।।

৭৮৬ এর সম্পর্কে সঠিক ধারণা

আমরা বরাবর ভালো কিছু লিখলে প্রথমে ৭৮৬ লিখে থাকি। এটা হল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর আদাদ অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর সংখ্যাগুলির মানকে যোগ করে ৭৮৬ লিখা হয়। এটা জায়েজও আছে কিন্তু একদল মূর্খ যারা আরবী সম্পর্কে কিছুই বোঝেনা তারা সাধারণ নিরিহ আহলে সুন্নাত জামায়াতের যুবক বৃন্দকে গুমরাহ করার জন্য বলতে আরম্ভ করেছে যে, ৭৮৬ হল একটা ভ্রান্তধারণা কেন না হরে কৃষ্ণা শব্দের মান হল ৭৮৬,তাই এখানে আপনাদিগকে সঠিক মান দেখানোর চেষ্টা করবো।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ب س م ا ل ل ہ ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م

৪০, ১০, ৮, ২০০, ৩০, ১ ৫০, ৪০, ৮, ২০০,৩০, ১, ৫, ৩০, ৩০, ১, ৪০, ৬০, ২=৭৮৬

সমস্ত অক্ষরগুলির মানের সমষ্টি হল ৭৮৬ (সূত্রঃ-আমালে রাজা)।

هَرِ كِرِشْنَ হরে কৃষ্ণা ہَ رِ لِ رِ شْ نَ

৫০ ৫০০ ২০০ ২০ ২০০ ৫ মোট ৯৭৫

তাই আমার প্রাণপ্রিয় সুন্নী ভাই বোনেদেরকে বলবো আপনারা সমাজের কূ-চক্রকারী নামধারি মুসলমানদের কথায় কান দিবেন না।

৯২ হল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাংখেয় মান

مُحَمَّدٌ ﷺ م ح م د ৪ ৪০ ৮ ৪০ মোট ৯২

অত এব ৭৮৬/৯২ লেখা জায়েজ।

ঈদে মিলাদুন্নাবী সম্পর্কে বাতিলদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও তাদের উত্তর

প্রশ্ন ঃ- (১) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমন বা মিলাদুন্নবীর উদ্দেশ্যে খুশি উদযাপন করার কোন দলীল কি কোরানে রয়েছে ?

উত্তর ঃ- নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলয়েহে ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লার তরফ হতে উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, আর এই নেয়ামত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে খুশি মানানোর হুকুম কোরানের মধ্যে বিদ্যমান-

১. সুরা ইউনুস ১১ পারা ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ-

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

হে হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আপনি বলে দিন, মুসলমানগণ যেন আল্লার নেয়ামত ও রহমত পাওয়ার কারনে যেন খুশি মানায়, যা তাদের যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম”

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ (ফাদ্বালুল্লাহ) দ্বারা ইলমে দ্বীন বুঝানো হয়েছে আর (রহমত), দ্বারা সরকারে দো’ আলম নূরে মোজাসসাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (সূত্রঃ সূরা আম্বিয়া আয়াত নং ১০৭,তাফসিরে রুহুল বায়ান, তফসিরে কবির ও ইমাম সিয়ূতী কৃত তফসির আদদূরূল মনসুর ৪র্থ খন্ড- ৩৬ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।

২. সুরা দোহায় আল্লাহ ইরশাদ করেন وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ “ আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত নেয়ামতের খুব চর্চা কর ”

অতএব, এটা প্রমাণ হল যে, হুযুর পাকের শুভাগমন বান্দাদের জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর সেই উদ্দেশ্যে খুশি মানানো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম পালন করা, আর এর বিরোধিতা বা অমান্য করা মানে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর হুকুমের অমান্য করা।

প্রশ্ন ঃ- (২) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামগণের মন্তব্য কী রূপ ?

উত্তর ঃ- রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্ম মোবারক ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে হয়েছিল। হযরত জাবের এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্ম হস্তি ঘটনার বছর ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে সোমবার দিন হয়েছিল। (সিরাতুন নবুবিয়াহ ইবনে কাসির ১ম খন্ড ১৯৯ পৃঃ, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ২য় খন্ড ২৬০ পৃঃ)

ইমাম ইবনে জারীর তাবরাণীর মন্তব্যঃ-

ইবনে জারীর তাবরানী লিখেছেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্ম রবিউল আওয়ায়েলর ১২ তারিখে হস্তির বছর হয়েছিল। (তারিখে তাবারী ২য় খন্ড ১২৫ পৃঃ)

মোহাম্মদ বিন ইসাহক্ব ও ইমাম ইবনে হেসামেরও মোহাম্মদ ইবনে জওযীর মন্তব্যঃ- মোহাদ্দীস ইবনে জওযী লিখেছেন যা ইমাম ইসাহক্ব বর্ণনা করেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্ম সোমবার দিন রবিউল আওয়াল মাসে হস্তীর বছর হয়েছিল। (অল ওফা ১ম খন্ড ৯০পৃঃ, সাবলুল হুদা অয়ার রসাদ ১ম খন্ড ৩৩৪পৃঃ, আসসিরাতুন নবুবিয়াহ ১ম খন্ড ১৮১ পৃঃ)

ইমাম বায়হাক্বীঃ-

প্রশিদ্ধ মোহাদ্দেস ইমাম বায়হাক্বী লিখেছেন হযুর

সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সোমবার দিনে ১২ই রবিউল আওয়ালে জন্মগ্রহন করেছিলেন। (দালায়েলুল নবুওত ১ম খন্ড ৭৪পৃঃ)

ইবনে কাসীরঃ-সারহে মোওয়াহিবের মধ্যে ইবনে কাসীর হতে বর্ণিত হয়েছে যে, অধিকাংশ ওলামার নিকট ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখ ই প্রশিদ্ধ। (সূত্রঃ- আন নেমাতুল কোবরা ২০২পৃঃ, সিরাতুন নবুবিয়া ৪র্থ খন্ড ৩৩ পৃষ্ঠা, সেরাতুল হালাবীয়া ১ম খন্ড ৫৭পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ- (৩) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাত দিবস সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে কোন মতাভেদ আছে কী? এবং সঠিক মত কোনটি?

উত্তর ঃ- হ্যাঁ, ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাত দিবস সমন্ধে কয়েকটি মত বিদ্যমানঃ-

১. ১২ই রবিউল আওয়ালঃ জমহুর (অধিকাংশ)ওলামাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হল হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাত দিবস হল ১২ই রবিউল আওয়াল।

২. ১লা রবিউল আওয়ালঃ- এই তারিখ ব্যক্তকারীদের মধ্যে হলেন কয়েকজন সাহাবী যেমন হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), কয়েকজন তাবেয়ী যেমন হযরত সাঈদ বিন মুসাইব, ইমাম সুলায়মান ও আন্তারা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) (তফসীর জামেউল বায়ান, তাবীর ৬ খন্ড ৫১ পৃঃ, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলক ৩য় খন্ড ১৯৭ পৃঃ)

৩. ২রা রবিউল আওয়ালঃ- বিখ্যাত ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন যে,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাতের দিন ছিল২রা রবিউল আওয়াল।(ফতহুল বারী শারহে বোখারী ৮ম খন্ড ১৩০ পৃঃ)

৪. ১৩ই রবিউল আওয়াল ঃ- বিশিষ্ঠ মোহাক্কীক, চিন্তাবিদদের ও ওলামাদের মতে এই তারিখই হল হুযুরের ওফাত মোবাকরেক সঠিক তারিখ, যা ইমাম বারুযী, ইমাম ইমাদুদ্দিন বিন কাসির এবং ইমাম বদরুদ্দিন বিন জামাযা প্রমুখ গবেষণা করে বলেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, সঠিক ব্যাখার দ্বারা বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম সাব্যস্ত করেছেন যে, চাঁদের হিসাবে ওই দিন মক্কা শরীফে ১৩ই রবিউল ঐ আওয়াল ছিল এবং মদিনা শরীফে চাঁদ না দেখা যাওয়াই ১২ই রবিউল আওয়াল ছিল। (ফতওয়া রেযবীয়া, রেসালা নুতকুল হেলাল... ২য় অধ্যায় ৯২পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ- (৪) ১২ই রবিউল আওয়ালে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাত ও হয়েছিল, কিন্তু সে কারনে ওই দিন দুঃখ কেন মানানো হয় না?

উত্তর ঃ- উম্মতদের জন্য হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আগমন ও প্রস্থান দুই-ই এক, হযরত আব্দুল্লা বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ‘‘আমার প্রকাশ্য জিন্দেগী এবং আমার বেসাল দুই-ই তোমাদের জন্য উত্তম’’। (শেফা শরীফ ২য় খন্ড ১৯ পৃঃ)

অপর স্থানে এর হিকমত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যখন আল্লাহ তায়ালা যখন উম্মতের উপর নিজের খাস করম করতে চান তখন সেই উম্মতের মধ্য থেকে নবীকে পৃথক করিয়ে নেন, এবং তিনি ওই উম্মতের জন্য শাফায়াতের মাধ্যম হয়ে যান।

২. ১লা রবিউল আওয়ালঃ- এই তারিখ ব্যক্তকারীদের মধ্যে হলেন কয়েকজন সাহাবী যেমন হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), কয়েকজন তাবেয়ী যেমন হযরত সাঈদ বিন মুসাইব, ইমাম সুলায়মান ও আন্তারা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) (তফসীর জামেউল বায়ান, তাবীর ৬ খন্ড ৫১ পৃঃ, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলক ৩য় খন্ড ১৯৭ পৃঃ)

৩. ২রা রবিউল আওয়ালঃ- বিখ্যাত ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন যে,হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাতের দিন ছিল২রা রবিউল আওয়াল।(ফতহুল বারী শারহে বোখারী ৮ম খন্ড ১৩০ পৃঃ)

৪. ১৩ই রবিউল আওয়াল ঃ- বিশিষ্ঠ মোহাক্কীক, চিন্তাবিদদের ও ওলামাদের মতে এই তারিখই হল হুযুরের ওফাত মোবাকরেক সঠিক তারিখ, যা ইমাম বারুযী, ইমাম ইমাদুদ্দিন বিন কাসির এবং ইমাম বদরুদ্দিন বিন জামাযা প্রমুখ গবেষণা করে বলেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, সঠিক ব্যাখার দ্বারা বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম সাব্যস্ত করেছেন যে, চাঁদের হিসাবে ওই দিন মক্কা শরীফে ১৩ই রবিউল ঐ আওয়াল ছিল এবং মদিনা শরীফে চাঁদ না দেখা যাওয়াই ১২ই রবিউল আওয়াল ছিল। (ফতওয়া রেযবীয়া, রেসালা নুতকুল হেলাল... ২য় অধ্যায় ৯২পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ- (৫) ১২ই রবিউল আওয়ালে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাত ও হয়েছিল, কিন্তু সে কারনে ওই দিন দুঃখ কেন মানানো হয় না?

উত্তর ঃ- উম্মতদের জন্য হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের আগমন ও প্রস্থান দুই-ই এক, হযরত আব্দুল্লা বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ''আমার প্রকাশ্য জিন্দেগী এবং আমার বেসাল দুই-ই তোমাদের জন্য উত্তম"। (শেফা শরীফ ২য় খন্ড ১৯ পৃঃ)

অপর স্থানে এর হিকমত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যখন আল্লাহ তায়ালা যখন উম্মতের উপর নিজের খাস করম করতে চান তখন সেই উম্মতের মধ্য থেকে নবীকে পৃথক করিয়ে নেন, এবং তিনি ওই উম্মতের জন্য শাফায়াতের মাধ্যম হয়ে যান।
(মুসলিম শরীফ)।

তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সোমবারের রোযা রাখার কারন হিসেবে হুযুরের বেলাদত ও প্রথম অহী নাযিলের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহন বা ইন্তিকাল উপলক্ষে শোক পালন করার কথা উল্লেখ করেননি। যদি করতেন, তাহলে আমরা তা পালন করতাম। সুতরাং একই দিনে ও একই তারিখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এর জন্ম এবং ইন্তিকাল হলেও ওফাত দিবস পালন করা যাবে না। এটাই কোরআন- হাদীসের শিক্ষা।

প্রশ্ন ঃ- (৬) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ১২ ই রবিয়ল আওয়ালে জন্মদিন উপলক্ষে খুশি মানিয়েছিলেন কী ?

উত্তর ঃ- সর্ব্ব প্রথম মিলাদের ব্যবহারিক অভিধানিক অর্থ জানা প্রয়োজন, অভিধানে মিলাদ শব্দের অর্থ 'জন্মের সময় কাল' এবং ব্যবহারিক অর্থ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্মের খুশিতে তাঁর মুযেজা, বৈশিষ্ট্য, জীবনী প্রভৃতি

সম্পর্কে বায়ান করা। সরকার সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের মিলাদ শরীফ মানিয়েছেন, হাদিসঃ- হযরত আবু কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, হুযুর কে জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি সোমবারের দিন কেন রোযা রাখেন, হুযুর ইরশাদ করলেন ওই দিন আমার জন্ম হয়, এবং ওই দিন-ই আমার উপর ওহী নাযীল হয়। (মুসলিম ২য় খন্ড ৮১৯পৃঃ, হাদিস নং ১১৬২, ইমাম বায়হাকী আস সুনানুল কুবরা ৪থ খন্ড ২৮৬ পৃঃ, হাদিস নং ৮১৮২) এ ছাড়াও হাদিস হতে প্রমাণিত স্বয়ং হুযুর নিজের জন্মের খুশির উদ্দেশ্যে ছাগল যবাহ করেছিলেন। (ইমাম সুয়ুতী আল হাবিলুল ফাতোয়া ১ম খন্ড ১৯৬ পৃঃ, হুসনুল মাকাসিদ ফি আমালিল মৌলিদ ৬৫ পৃঃ, ইমাম নাব হানী হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ২৩৭পৃঃ) তাহলে বোঝা গেল মিলাদ শরীফ পালন করা হুযুরের সুন্নাত।

প্রশ্ন ঃ- (৭) খোলাফায়ে রাশেদীনের বা সাহাবীদের আমলে পবিত্র 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচলন কী ছিল ?

উত্তর ঃ- আল্লামা সাহাবুদ্দীন ইবনে হাজর হায়তামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করার নীতি প্রচলন ছিল। যেমনঃ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন- '' যে ব্যক্তি ' মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করার জন্য এক দিরহাম অর্থ খরচ করবে, সে ব্যক্তি বেহেস্তে আমার সাথী হবে''। হযরত ওমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন- ''যে ব্যক্তি 'মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজীম ও সম্মান করলো, সে যেন ইসলামকে জীবিত রাখলো''। হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন- '' যে ব্যক্তি ' মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করার জন্য এক দিরহাম অর্থ খরচ করলো, সে যেন বদর ও হোনাইনের যুদ্ধে শরীক হলো''। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন- '' যে ব্যক্তি' মিলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করবে এবং মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করার উদ্যোক্তা হবে, সে দুনিয়া থেকে (তওবার মাধ্যমে) ঈমানের সাথে বিদায় নিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে''। (সূত্রঃ আননে' মাতুল কোবরা আলাল ফি মাওলিদি সাইয়্যেদ ওলদে আদম ৭-৮ পৃষ্ঠা)। সাহাবায়ে কেরামগণ হুযুর পাকের সামনে মিলাদ মানিয়ে ছিলেন এবং হুযুর তা বারণ করেননি বরং খুশি হয়েছিলেন। যেমন হযরত হাসসান বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য মেম্বার করা হয়, যার উপর উঠে হুযুরের তারিফ প্রশংসা করে বিভিন্ন ছন্দ পাঠ করতেন, এবং হুযুর পাক হাযরাত হাসানের জন্য এরূপ ভাবে দোওয়া করতেন- হে আল্লাহ হাযরাত হাসাসান কে তুমি জীব্রাইলের দ্বারা মাদাদকর (সহীহ বোখারী ১ম খন্ড ৬৫পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ- (৮) মক্কায় পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় মিলাদ কি প্রচলন ছিল?

উত্তর ঃ- হ্যাঁ, প্রচলন ছিল, মুহাদ্দিস ইবনে জওযী বর্ণনা করেছেন '' হারামাইন শরিফাইন-মক্কা মাদিনার বাসিন্দারা, মিসর, ইয়ামান, শাম এমন কি সমস্ত আরবের পূর্ব্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এরূপ প্রথার প্রচলন ছিল যে, প্রতি রবিউল আওয়াল মাসের চাঁদ দেখা মাত্র-ই ঈদে মিলাদের মহফিল সাজাত, খুশি মানাত,

গোসল করত পবিত্র সুন্দর কাপড় ব্যবহার করত, বিভিন্ন মিস্টান্ন প্রস্তুত করত, মিলাদ শরীফ পাঠ করত ও শুনত এবং এ সকল দ্বারা অধিক সাওয়াবের অধিকারি হত। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে ' মাহনামা তরিক্বত' লাহোর পত্রিকায় মক্কা শরীফের জাশনে ঈদে মিলাদুল্লবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পালনের বর্ণনা এভাবে লিখিত হয়েছে যে, '' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমন দিবসে মক্কা শরীফের মধ্যে বড় ধরনের আনন্দ উৎসব পালন করা হয়। ঐ দিবসকে ' ঈদে ইয়াওমে বেলাদতে রাসূল' বলা হয়। ঐ দিন চারিদিকে পতাকা উড়তে থাকত। হেরেম শরীফের গভর্ণর এবং হেযাযের কমান্ডার সহ আরো অন্যান্য কর্মকর্তাগণ আভিজাত্য পোশাক পরিধান করে মাহফিলে উপস্থিত হতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'পবিত্র জন্মস্থানে'- গিয়ে কিছুক্ষণ নাত-গজল পরিবেশন করা হত, হেরেম শরীফ থেকে 'মৌলুদুন্নবী' (পবিত্র জন্মস্থান) পর্যন্ত দুই সারিতে আলোকসজ্জা করা হত। মৌলুদ শরীফের স্থান নূরের আলোর ভূমিতে পরিণত হত এবং মৌলুদ শরীফের স্থানে সু-কণ্ঠে প্রিয় মিলাদ পালন করতেন। এ অবস্থায় রাত দুইটা পর্যন্ত মিলাদখানী, নাত এবং বিভিন্ন খত্ম পড়তেন। দলে দলে লোকজন এসে নাত পরিবেশন করতেন। ১১ই রবিউল আউয়াল শরীফের মাগরীব হতে ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফের আসর পর্যন্ত ২১ টি তোপধ্বনি করা হত, মক্কা শরীফের ঘরে ঘরে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে খুশি আনন্দ এমনকি স্থানে স্থানে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হত।"

প্রশ্ন- (৯) মিলাদ শরীফ সম্পর্কে হাদিসে কি ভাবে এসেছে?

উত্তর- মিলাদ সম্পকিত কয়েকটি হাদিস শরীফ ঃ

প্রশিদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হযরত উম্মুল মুমিনিন আয়েসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার নিকট নিজ নিজ মিলাদ শরীফের বর্ণনা করেছেন (ইমাম বায়হাকী এই বর্ণনা কে হাসান বলেছেন) (আল যামুল কাবীর লিত তাবরাণী ১ম খন্ড ৫৮ পৃঃ, মযমাউল যাওয়াঈদ ৯ম খন্ড ৬৩ পৃঃ)

হুযুর পাক নিজের মিলাদ বর্ণনা করে বলেন; অবশ্যই আমি আল্লাহর নিকট খাতিমুল নব্বীইন নির্ব্বাচিত হয়েছি ওই সময়, যে সময় হযরত আদাম মাটি ও পানীতে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। আমি তোমাদের কে আমার প্রাথমিক অবস্থার খবর দিচ্ছি- আমি হযরত আদম আলায়হিস সালামের দুয়া ও হযরত ঈসা আলায়হে সাল্লামের খুশির বার্তা এবং আমার মাতার স্বপ্ন যা তিনি আমার জন্মের সময় দেখেছিলেন যে উনার মধ্য হতে একটি নুর নির্গত হয়েছে এবং যার ছটায় শাম দেশের বহু মহল রওশন হয়ে গেছে। (মিশকাতুল মাসাবিহ ৫১৩ পৃঃ, তারিখে মাদিনা ও দামাশক - ইবনে আসাকিড় ১ম খন্ড ১৬৮ পৃঃ, কানযুল উম্মাল ১১খন্ড ১৭৩ পৃঃ, মুস্নাদে ইমাম আহমদ ৪ খন্ড ১৬১ পৃ, আল মুজমাল ক্বাদির ১৮ খন্ড ২৫৩ পৃঃ, মুস্নাদ আফযার হাদিস নং ২৩৬৫, তাফসির দুররে মান্সুর ১ম খন্ড ৩৩৪ পৃঃ, মাওয়ারেদুল জান্নান ১খন্ড ৫১২ পৃঃ, সহী ইবনে হাব্বান ৯ম খন্ড ১০৬ পৃঃ, আল মুস্তাদ্রাক লিল হাকিম ৩য় খন্ড ২৭ পৃঃ, আল বেদায়া অয়ান নেহায়া ২য় খন্ড ৩২১ পৃঃ,মাযমাউল যাওযায়েদ ৮ম খন্ড ৪০৯ পৃ প্রভৃতি)

হযরত মুতাল্লিব বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্বাস

রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরের বারগাহে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাযির হলেন, প্রশ্ন করার পুর্বেই মেম্বারের মধ্যে আরোহন করে বলেন যে আমি কে ? প্রত্যুত্তরে সকলে উত্তর দিলেন আপনার উপর সালাম বর্ষন হোক; আপনি হচ্ছেন আল্লার রসুল। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন যে, আমি আব্দুল্লার পুত্র মোহাম্মাদ । আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষ কে সৃষ্টি করেছেন এবং ওই মানুষদের মধ্য থেকে উৎকৃষ্ট করে আমাকে সৃষ্টি করেছেন আবার ওই গোষ্ঠীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন 'আরব ও আযাম' এবং তাদের মধ্যে অতি উত্তম করে আমাকে সৃষ্টি করেছেন পুনরায় ওই ভাগ হতে কাবিলা তৈরী করেছেন এবং তাদের মধ্যে উত্তম কাবিলায় আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতএব আমাকে বংশ এবং নসবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন (জামে তীরমিযী ২য় খন্ড ২০১ পৃঃ, মুস্নাদে ইমাম আহমদ ১ম খন্ড ৯ পৃঃ , দালায়েলুল নবুওত বায়হাকী ১ম খন্ড ১৬৯পৃঃ, কানযুল উম্মাল ২য় খন্ড ১৭৫ পৃঃ)।

প্রশ্ন- (১০) ঈদে মিলাদুন্নবীর ফযীলত প্রসঙ্গে ওলমাদের মন্তব্য কিরূপ?

উত্তর- প্রশিদ্ধ আওলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণের দৃষ্টিতে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হল ঃ-

১. হযরত ইমাম হাসান বাসরী রহমাতুল্লাহ আলায় বলেন-

''আমার একান্ত ইচ্ছা হয় যে, আমার যদি ওহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ থাকত তাহলে তা ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষ্যে ব্যয় করতাম। (সুবহানাল্লাহ্) (আন্ নেয়ামাতুল কুবরা)

২. হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

'' যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ পাঠ বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্যাপন উপলক্ষ্যে লোকজন একত্রিত করলো, খাদ্য তৈরি করলো ও জায়গা নির্দিষ্ট করলো এবং মীলাদ পাঠের জন্য উত্তম ভাবে (তথা সুন্নাত ভিত্তিক) আমল করলো তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক হাশরের দিন সিদ্দীক শহীদ, সালেহীনগণের সাথে উঠাবেন এবং তাঁর ঠিকানা হবে জান্নাতে নাঈমে''। (সুবহানাল্লাহ্) (আন্ নেয়ামাতুল কুবরা)

৩. হযরত মারুফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

'' যে ব্যক্তি ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম উপলক্ষ্যে খাদ্যের আয়োজন করে, অতঃপর লোকজনকে জমায়েত করে,মজলিশে আলোর ব্যবস্থা করে, পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন নতুন লেবাস পরিধান করে, মীলাদুন্নবীর তাজিমার্থে সু-ঘ্রাণ ও সুগন্ধি ব্যবহার করে আল্লাহপাক তাকে নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের সাথে প্রথম কাতারে হাশর করাবেন এবং সে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হবে। ''(সুবহানাল্লাহ্) (আন্ নেয়ামাতুল কুবরা)

৪. হযরত ইমাম সাররী সাক্বত্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

'' যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ পাঠ বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্যাপন করার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করল, সে যেন তার জন্য জান্নাতে রিয়াজ বা বাগান নির্দিষ্ট করলো। কেননা সে তা হুযুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতের জন্যই করেছো। আর আল্লাহ্ পাক-এর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে

ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে। " (তিরমিযি, শিকাত, আন নেয়ামাতুল কুবরা)

৫. সাইয়্যিদুল আওলিয়া হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন- " যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মিলাদ মহফিলে উপস্থিত হল এবং উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলো। সে তার ঈমানের দ্বারা সাফল্য লাভ করবে অর্থাৎ সে বেহেশ্‌তি হবে। " (সুবহানল্লাহ্) (অন্ নি'মাতুল কুবরা)

৬. হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

" যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফ পাঠকরে বা মীলাদুল্লবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি

ওয়া সাল্লাম উদ্‌যাপন করে, লবণ, গম বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যের উপর ফুঁক দেয়, তাহলে এই খাদ্যে অবশ্যই বরকত প্রকাশ পাবে।

এভাবে যে কোন কিছুর উপরই পাঠ করুক না কেন (তাতে বরকত হবেই)"। (সুবহানাল্লাহ্) অন্ নি'মাতুল কুবরা

৭. হযরত ইমাম রাযী রহমতুল্লাহি অলাইহি আরোও বলেন-

উক্ত মোবারক খাদ্য মীলাদ পাঠকারীর বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপনকারীর জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি তাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। (সুবহানাল্লাহ্) (আন্ নি'মাতুল কুবরা)

৮. হযরত ইমাম রাযী রহমতুল্লাহ আলাইহি আরো বলেন-

যদি মীলাদ শরীফ পাঠ করে বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্‌যাপন করে কোন পানিতে ফুঁক দেয়, অতঃপর উক্ত পানি কেউ পান করে তাহলে তার অন্তরে এক হাজার নূর ও রহমত প্রবেশ করবে। আর তার থেকে হাজারটি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ রোগ দূর হবে। যে দিন সমস্ত ক্বলব (মানুষ) মৃত্যুবরণ করবে সেদিনও ঐ মীলাদুন্নবীর পানি পানকারী ব্যক্তির অন্তর মৃত্যুবরণ করবে না। (সুবহানাল্লাহ্) (আন্ নিমাতুল'কুবরা)

৯. হযরত ইমাম রাযী রহমতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন-

যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফ পাঠ করে বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্‌যাপন করে রৌপ্যের অথবা স্বর্ণের দেরহাম সমূহের উপর ফুঁক দেয় অতঃপর তা অন্য জাতীয় মুদ্রার সাথে মিশায় তাহলে তাতে অবশ্যই বরকত হবে। এবং অভাবগ্রস্থ পাঠক কখনই ফকীর হবে না।

আর উক্ত পাঠকের হাত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর (মীলাদ পাঠের) বরকতে কখনও খালি হবে না। (সুবহানাল্লাহ্) (আন্ নি'য়ামাতুল কুবরা)

১০. হযরত জালালুদ্দীন সয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায় বলেন-

যে স্থানে বা মসজিদে অথবা মহল্লায় মীলাদ শরীফ পাঠ করা হয় বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্‌যাপন করা হয় সেস্থানে অবশ্যই আল্লাহ পাকের ফেরেস্তাগণ বেষ্টন করে নেন। আর তাঁরা সে স্থানের অধিবাসী গণের উপর সলাত- সালাম পাঠ করতে থাকেন । আর আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বীয় রহমত ও সন্তুষ্টির আওতাভুক্ত করে নেন। আর নূর দ্বারা সজ্জিত প্রধান চার ফেরেস্তা, অর্থাৎ হযরত জিব্রাইল, মীকাইল, ইসরাফিল ও আযরাইল আলাইহিমুস্ সালামগণ মীলাদ শরীফ পাঠকারীর

উপর বা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপনকারীর উপর সালাত-সালাম পাঠ করেন (সুবহানাল্লাহ্) (আন্নি'মাতুল কুবরা)

১১. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী রহমতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন-

'' যখন কোন মুসলমান নিজ বাড়ীতে মীলাদ শরীফ পাঠ করে তখন সেই বাড়ীর অধিবাসীগণের উপর থেকে আল্লাহ্ পাক অবশ্যই খাদ্যাভাব, মহামারী, অগ্নিকান্ড, ডুবে মরা, বালা মুসিবত, হিংসা- বিদ্বেষ, কু-দৃষ্টি, চুরি ইত্যাদি উঠিয়ে নেন। যখন উক্ত ব্যক্তি মারা যান তখন আল্লাহ পাক তাঁর জন্য মুনকীর-নাকীরের সাওয়াল জাওয়াব সহজ করে দেন আর তাঁর অবস্থান হয় আল্লাহ্ পাক- এর সান্নিধ্যে সিদ্দিকের মাকামে। (সুবহানাল্লাহ্) (আন্ নেয়ামাতুল কুবরা) যে ব্যক্তি ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর তাযীম করতে চাইবে তার জন্য উপরোক্ত বর্ণনা যথেষ্ট ।

প্রশ্ন- (১১) ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন কি কি কাজ করা শরীয়ত সম্মত?

উত্তর- ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন যা যা করণীয় ঃ

১. হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ফযীলত বর্ণনা করা।

২. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্ম কালের ঘটনা সমূহ বর্ণনা করা।

৩. জুলুস, কোরান খনি, রোযা, ইসলে সাওয়াব প্রভৃতি করা।

৪. পবিত্র নাত শরীফ, দরুদ শরীফ ও মিলাদ শরীফের মহফিল উদ্যাপন করা।

প্রশ্ন- (১২) মিলাদ শরীফের সাওয়াব কি হুযুরের নিকট পৌঁছায় এবং এ সম্পর্কে দলীল কি আছে ?

উত্তর- হ্যাঁ, পৌঁছায়। যেরূপ ভাবে কোরান শরীফে সুরা হজের মধ্যে কুরবানীর গোস্ত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, ''আল্লার নিকট কখনই গোস্ত ও রক্ত পৌঁছায় না, হ্যাঁ তোমাদের পরহেজগারি পৌঁছায়...।" (সুরা হজ ৩৭ নং আয়াত) অনুরূপ মিলাদের সাওয়াব হুযুরের পবিত্র দরবারে পৌঁছায়। হাদিস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে '' আমার ওফাত শরীফ (ইন্তেকাল) তোমাদের জন্য উত্তম কারন তোমাদের সকল প্রকার আমল আমার নিকট পেশ করা হয় যখন তোমরা কোন উত্তম কাজ কর তখন তার জন্য আমি আল্লার প্রশংসা করি.....। (মাজমাউল যাওয়ায়েদ ৯ম খন্ড ২৪পৃঃ, আল মাতালেবুল আলিয়া- কেতাবুল মানাক্বেব হাদিস নং ৩৯২৫। মুস্নাদে বাযযার হাদিস নং ১৭০২, জামিউর সাগির ১ম খন্ড ৫৮২ পৃঃ) অতএব নিঃসন্দেহে মিলাদ শরীফ উদ্যাপন হল এমনই একটি উত্তম কাজ, যা হুজুরের নিকট পেশ করা হয় এবং তার জন্য তিনি খুশিও হয়ে থাকেন ।

প্রশ্ন- (১৩) হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শৈশব অবস্থার কিছু ঘটনাবলী বর্ণনা করুন যা মিলাদ শরীফে বলা প্রয়োজন এবং দলীল ভিত্তিক?

উত্তর- হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লামের শৈশব অবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী হল ঃ১. হযরত আবু ওমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করেছেন ''আমার মাতা এ রূপ বর্ণনা করেছেন যে! আমার হতে একটি মহৎ নুর নির্গত হয়, এবং যার ছটায় শাম দেশের প্রসাদগুলিও রৌশন হয়ে যায়"। (আল ওফা, তাবরানী)

২. হুযুর পাক ঈরশাদ করেছেন ''আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, আমি খাতনা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছি এবং আমার

লজ্জাস্থান কেউই দেখেনি। (মাদারেজুন নবুওত)
৩. অপর এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লাম পবিত্র নাভি কর্ত্তৃত, সুর্মা পরিহিত এবংবেহেস্তি লেবাস পরিহিত আবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। (মাদারেজুন নবুওত)

বিঃ দ্রঃ - এই সব ঘটনা হতে এটা সাব্যস্ত হয় যে, মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে হুযুরের জন্ম বৃত্তান্ত, যা বর্ণনা করা হয় তা প্রকৃত পক্ষে হুযুরের ই সুন্নাত ।

শানে হযরাত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট ব্যক্তিত্ব, আম্বিয়াদের পর উম্মতদের মধ্যে ইমাম হলেন আমিরুল মু'মিনীন হযরাত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি হলেন ইসলামের তাজ, আহলে তাসাউফদের ইমাম এবং তাফসীরকারীদের বাদশাহ। মাশায়েখগণ হযরাতকে সাহেবে মোশহাদার অগ্রণী হিসেবে গণ্য করেছেন। কঠোর স্বভাব, কর্ম-নিপুণতার জন্য হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে সাহেবে মোজাহাদার অগ্রণী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। হযরাত সিদ্দিকে আকবারের সাহেবে মোশাহেদা হওয়ার প্রমাণ হল, তাঁর রিওয়াতে ও হেকায়েত হল খুবই স্বল্প। কথায় স্বল্পতা তাঁর সাহেবে মোশাহাদা হওয়ার আলামত। কেননা মোশাহাদায় কথা কম হয়।

দ্বিতীয় প্রমাণ, তিনি প্রতি রাতে নামাযে অনুচ্চঃস্বরে পবিত্র কুরআন তেলায়াত করতেন এবং অপরদিকে হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চঃস্বরে তিলাওয়াত করতেন। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে হযরাত সিদ্দিকে আকবারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রাতের নামাযে কেন অনুচ্চঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত কর? তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন ঃ আমি ঐ আল্লাহকে শুনাচ্ছি যিনি চুপে চুপে বললেও শ্রবণ করেন এবং যিনি আমার নিকটবর্তী।

যখন হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে উমার! তুমি উচ্চঃস্বরে কেন কুরআন তিলওয়াত কর ?

তিনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন ঃ আমি ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করি এবং শয়তানকে বিতাড়িত করি।

হযরাত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন, এর প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, হযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরাত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে একবার ইরশাদ করেন, তোমার নেকী আবুবকরের সকল নেকী একটির সমতূল।

মিলাদুন্নাবী পালনের বৈধতা প্রসঙ্গে মক্কা মদিনা শরীফের উলামাদের ফতোয়া

سوال: ما قولكم –دام فضلكم ، رحمكم الله تعالىٰ – في عمل المولد النبوي و القيام فيه هل هما جائزان أم لا ، –بينوا توجروا–

প্রশ্ন ঃ মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী? এবং তার মধ্যে ক্বীয়াম করা বৈধ কী-না ?

جواب: الحمد لمن هو به حقيق و منه استمد العون و التوفيق ، نعم هما جائزان و عليه عمل المسلمين في عامة بلاد الإسلام و الاستدلال على الجواز مبسوط في كتب الأئمة الأعلام و لا عبرة بمنع المانعين من الجهلة اللئام ، –و الله أعلم–

أمر برقمه :

خادم الشريعة راجي اللطف الخفي

محمد صالح بن المرحوم صديق الكمال الحنفي

مفتي المكة المكرمة حالا –كان الله لهما–

উত্তর ঃ অর্থাৎ, মুসলমানদের সকল ইসলামী শহবে এর উপর আমল বিদ্যমান। আর এ প্রসঙ্গে দলীল বিস্তারিতভাবে প্রশিদ্ধ উলামাদের পুস্তক ছড়িয়ে রয়েছে; যে মূর্খ, নিকৃষ্ট এটার বারণ করে, তার কোন গ্রহণীয়তাই নেই। (মুফতী হানাফী, মক্কা। মোহাম্মাদ সালেহ বিন মারহুম সিদ্দিক কামাল আল হানাফী)

[২] عمل المولد استحسنه جمهور السلف و الخلف و قال العلامة الشهاب الخفاجي محشي البيضاوي في رسالته في عمل المولد : أنه بدعة حسنة .

امر برقمه :

خادم الشريعة و المنهاج

عبد الرحمٰن بن عبد الله سراج الحنفي

উত্তব (২) ঃ আব্দুর রহমান সিরাজ, খাদিমে শারীয়া ও মিনহাজ

অর্থাৎ, অধিকাংশ পূর্ব ও পরবর্তীরা এই ক্রিয়াকে ভালবুঝেছেন এবং তাফসীরে বায়দ্বাবীর হাশিয়া নেগার আল্লামা শাহাবুদ্দিন খাফফাজীর স্বীয় মিলাদ নামা র মধ্যে এটিকে বেদাতে হাসানা বলে গণ্য করেছেন। (মুফতী হানাফী, মদিনা)

(٣) ما حرره مفتي الأحناف هو عين الصواب –والله سبحانه أعلم–

خادم الشريعة ببلدة الله المحمية

أبو بكر حجي بسيوني

مفتي المالكية

উত্তর-(৩) ঃ আবু বকর হাজ্জি বিসিয়ূনী, মুফতী মালেকী

অর্থাৎ, হানাফী মুফতীরা এই সিলসিলায়ে যা কিছু লিখিত হুকুম দিয়েছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ সঠিক। (আল্লাহ সুবহানাহু অধিকজ্ঞাত।

(٤) ما أجاب به مولانا هو المذهب الذي لا ينكره أحد .

كتبه راجي العفو من واهب العطية

محمد بن المرحوم الشيخ حسين

مفتي المالكية ببلدة الله المحمية

উত্তর-(৪) ঃ মুহাম্মাদ বিন মারহুম শায়েখ হুসাইন, মুফতী মালিকী

মৌলানা যে উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটাই হল মাযহাবের আইন। আর এ ব্যাপারে কেও বিরোধীতা করতে পারবে না।

(٥) اللهم هداية للصواب في كتاب قصة المولد للعلامة الشهاب ابن الحجر ان عمل المولد بدعة لكنها حسنة لما اشتملت عليه من الإحسان و قراءة القرآن و إكثار الذكر و إظهار السرور و الفرح به –صلى الله عليه وسلم– و المحبة له و إغاظته أهل الزيغ و العناد من الزنادقة و الملحدين و الكفرة و المشركين و لم يزل أهل الأقطار في سائر المدن و الأمصار يحتفلون بعمل المولد في شهره –الخ– و أما القيام في المولد فقيل أنه مندوب شرعا و قيل أنه بدعة حسنة .

উত্তর-(৫) ঃ মুহাম্মাদ সাঈদ বিন মুহাম্মাদ বাবসিইল, মুফতী শাফেয়ী, মক্কা শরীফ

অর্থাৎ, মিল্লাদুন্নাবী হল একটি সুন্দর আমল। কারণ এটা অতুলনীয় এবং কুরআন পাঠের মধ্যে ব্যপ্ত থাকে। এছাড়াও এর মধ্যে যিকিরে উদ্ধুদ্ধ করা, খুশি মানানো এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার

সহিত প্রেম ও প্রিতীর প্রকাশ করা, সাথে সাথে কাফের ও মুলহিদদের জ্বালানোও পাওয়া যায় এবং তারা দেখে রাগান্বিত হয়। আহলে ইসলাম প্রতি যুগে এবং প্রতিটি শহরে মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার মহফিল সাজানো থাকে। রইল কথা ক্বীয়ামের এ প্রসঙ্গে কিছু উলামা মুস্তা হাব এবং কিছু বেদাতে হাসানা বলেছেন। (মুফতী শাফেয়ী)

[٦] نعم عمل المولد جائز لإجماع المسلمين عليه و القيام عند ذكر مولده –صلى الله عليه وسلم– فهو أدب حسن و لا يخالف مشروعا و يوخذ من فعل الإمام أحمد الجواز و ذلك أنه ذكر عنده إبراهيم بن طهمان و كان متكئا فاستوى جالساً و قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي قال ابن عقيل فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توفيعاته قال في الفروع و معلوم ان مسئلتنا أولىٰ فمن تركه مع قيام الناس على اختلاف طبقاتهم فقد سلك مسلك الجفا و ربما يحصل عليه من الذم و التوبيخ ما لا خير فيه استخفاف بالجناب الأعظم –صلى الله عليه وسلم– و ذكر ابن الجوزي أن ترك القيام كان في الأول ثم صار ترك القيام كالهوان بالشخص فاستحب لمن يصلح له القيام – والله سبحانه أعلم–

أمر برقمه الحقير :

خلف بن إبراهيم

خادم افتاء الحنابلة بمكة المشرفة حالا

উত্তর-(৬) ঃ খালফ বিন ইব্রাহীম, খাদিমে ইফতা আল হানাবিলা, মক্কা শরীফ

অর্থাৎ, মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাতে ক্বীয়াম করা, মুসলমানদের ইজমা দ্বারা জায়েয সাব্যস্ত । আদবের কথাও হল অনূরূপ। আর এটা কোন শরীয়ত বৈপরিত্য নয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আমল দ্বারা এর বৈধতার সূত্র মেলে যে, তিনি বালিশে ঠেস লাগিয়ে বসেছিলেন, কেউ তাঁর সম্মুখে ইব্রাহিম বিন তাহমান এর চর্চা শুরু করল তখন তিনি সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং বললেন ঠেস লাগিয়ে সালেহীনদের যিকির শোনা হল আদাবের খেলাফ। ইবনে আক্বীল বলেন, যে লোকেরা বর্তমান সময়ে উপস্থিত ইমামের চর্চার সময় তাদের ফরমান শ্রবনের জন্য (তাযিমের জন্য) দন্ডায়মান হয়, তখন এ ব্যাপারে আলোচিত ঘটনায় আমাদের সু-আদবের শিক্ষা লাভ হয়েছে। তিনি ফুরহ এর মধ্যে

বলেছেন- এটাও হল একটি স্পষ্ট কথা যে, এই মাসলার গন্ডির ও তারা থেকেও অধিক হক্কের অধিকারী। সুতরাং, ভিন্ন গোষ্ঠী সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী লোকেরা , লোকেদের ক্বীয়াম করা সত্ত্বেও যদি ক্বীয়াস না করে, তাহলে সে হল সম্পূর্ণ অবুঝ ও মূর্খ । কখনও তার সহিত উক্ত আচরণের জন্য ঘৃণা ও বিদ্রুপ সয়তে হবে, যার মধ্যে কোন কল্যান নেই। কারণ বারগাহে রিসালাত ও তাঁর সাহাবাদের শানে বে-আদবী হয়। ইবনে জাওযী বলেছেন, প্রাক্কালে ক্বীয়ামের কোন প্রচলন ছিল না । পরবর্তী ক্বীয়াম ত্যাগ করা মানুষেরা হল জধন্য ও নীচ প্রকৃতির দাঁড়িয়েছে। অতএব, এখন ক্বীয়ামের যোগ্য ব্যক্তির জন্য ক্বীয়াম করা মুস্তাহাব দাঁড়িয়েছে।

٧ قد أجمع عليه العلماء الأعلام من المذاهب الأربعة فلا يجوز خرق الإجماع و من انفرد برده فكلامه باطل مردود عليه –و الله سبحانه تعالىٰ أعلم–

أمر برقمه الراجي من الله التوفيق

عبده عباس بن جعفر بن صديق

المدرس والخطيب للحرم المكي الشريف

উত্তর-(৭) ঃ আব্বাস বিন জা'ফর বিন সিদ্দিক, মুদাররিস ও খাতিব, মক্কা শরীফ

যেহেতু উক্ত আমলের ব্যাপারে চার মাযহাবের আয়েম্মাদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে, সেহেতু এই ইজমা ভঙ্গ করা জায়েয নয়, আর যে কেউ এটি অস্বীকার করবে- স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করবে, তাহলে তার মত বর্জনীয় বলে গণ্য হবে। এবং তার প্রতিদ্বন্দিতা করা জরুরী হবে।

٨ نظرت في هذه الأسئلة و ما أجاب به مفاتي الإسلام و علماء الأنام فوجدتها في غاية الصواب لا يخالفها إلا من طمس الله بصره و بصيرته .

كتبه راجي رضاء الخبير :

عبد القادر بن محمد خوكبير

المدرس و الإمام بالمسجد الحرام

উত্তর-(৮) ঃ আব্দুল ক্বাদের বিন মুহাম্মাদ খুকাবীর, মুদাররিস ও ইমাম মাসজিদে হারাম।

আমি এই উত্তরের এবং এ ব্যাপারে উত্তর প্রদানকারী মুফতীয়ানে দ্বীনদের লেখণী লক্ষ্য করেছি। তাদের নিয়ম সঠিক পেয়েছি। যা ফলে এর অস্বীকার করাকে শুধু সেইই ভাবতে পারে, যাদের চিন্তা ও দৃষ্টি উভয়েই

লোপ পেয়েছে। এটা হযরত আমাদের শিক্ষক মৌলানা রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাজিরে মাক্কী র যাঁর জায়েযের সূত্র ইয়া রাসুলুল্লাহ ' এর ফাতোয়ার উপরে উল্লেখিত হয়েছে।

[৯] ما أجاب به مفاتي الإسلام ببلد الحرام هو الحق الذي يعول عليه و يجب المرجع و المصير إليه .

كتبه العبد الراجي رحمة ربه المنان :

محمد رحمت الله بن خليل الرحمٰن –عفا الله عنهما–

উত্তর-(৯) ঃ মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ বিন খলিলুর রহমান।
উত্তর ঃ - অর্থাৎ, আল্লাহর পবিত্র হারাম এর মুফতীয়ানে ইসলাম ও ব্যাপারে যে ফাতোয়া প্রকাশ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এই হল সঠিক।

[১০] ما كتب في هذا القرطاس صحيح لا ريب فيه – و الله سبحانه أعلم–

حرره :

محمد عبد الحق –عفي عنه–

উত্তর-(১০) ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হক্ব।
উত্তর ঃ অর্থাৎ কাগজের পৃষ্ঠায় (মুফতীয়ানে কেরামদের) যে ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে হক্ব ও সঠিক।

পরিষ্কার হল যে, হারামাইন শরীফাইনের (আল্লাহ তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি করুন) পূর্ববতী উলামা ও পরবর্তী উলামার ফতোয়া সমূহ এ কারণে নকল করা হল কারণ কিছু উলামা হারামাইন শরীফাইন কে হুজ্জাত মনে করেন। এমনকি ইমাম বুখারী এরূপ বলেছেন, (১) ما اجمع عليه الحرمان مكة و المدينة .
যার উপর হারামাইন ত্বাইয়্যেবাইন মক্কা ও মদিনার ইজমা হয়ে যায় সেটা হল হুজ্জাত।

---

(১) صحیح بخاری:۲۲/۳۰۱-باب ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم-

১. বোখারী শরীফ, বাবু যিকরিন নাব্বী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মালিক ও মুখতার নাবী (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মুফতী নঈমুদ্দিন রেজবী সাহেব

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম । আল হামদুলিল্লহি রব্বিল আলামীন ও স্সলাতু ওয়াস্সালামু আলা খাতামিন নাবিয়য়িনা সাইয়িদেনা মুহাম্মদিন ও অ আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন ।

আলোচ্য পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় সৃষ্টজগৎ কে দুনিয়া ও আখিরাতে যত কিছু নেয়ামত প্রদান করেছেন ও করবেন সে সকল কিছুর মালিক বানিয়েছেন নিজ হাবীব, সাইয়্যেদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতিমুন্নাবীইন, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এবং তিনিই হলেন আল্লাহ পাকের সমস্ত নিয়ামতের বন্টনকারী। এর অকাট্য প্রমাণ হাদিস শরীফের আলোকে আলোচিত হয়েছে।

হাদিস নং ঃ-১

সহীহাইনে (বোখারী ও মুসলিম) বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরজ করলেন ঃ- ইলাহি ! নিশ্চয়ই ইব্রাহিম আলাইহি সাল্লাম মক্কা মোয়াজ্জামা কে হারাম (সম্মাণিত) করেছেন এবং আমি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী মদিনা তয়েবায় যা কিছু আছে তাকে হারাম করছি । [১]

হাদিস নং ঃ-২

সহীহাইনে (বোখারী ও মুসলিম) বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লাম ফরমিয়েছেন, নিশ্চয়ই ইব্রাহিম আলাইহিস স্বলাত ওয়াস সালাম মক্কা মোয়াজ্জামাকে সম্মানিত করেছেন। সেখানে বসবাসকাবীদের জন্য দোয়া করেছেন এবং নিশ্চয়ই আমি মদিনা তয়্যেবা কে সম্মানিত করলাম। যেমন ভাবে ইব্রাহিম আলাইহিস স্বলাত ওয়াস সালাম মক্কা শরীফকে সম্মানিত করেছেন এবং আমি তার ওজনের দ্বিগুন বরকতের জন্য দোয়া করলাম । [২]

হাদিস নং ঃ-৩

সহীহাইনে (বোখারী ও মুসলিম) হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তয়ালা আনহু হতে বর্ণিত,

হজুরে আক্বদাস সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরজ করলেন,ইলাহী! নিশ্চয়হ ইব্রাহীম তোমার খলিল ও তোমার নবী। তাঁর (আলাইহিস্ সালাম) কথায় মক্কা মোয়াজ্জামাকে কে সম্মানিত কবেছো। ইলাহী! আমি তোমার বান্দা এবং তোমার নবী, আমি মদিনা তয়েবার দুই সীমান্তের মধ্যবর্তী সমস্ত জমিন কে হারাম তৈরী করছি ।

ইমাম তহাবী ঐ রকমেরই বরং অতিরিক্ত করে বলেছেন, রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিষেধ করেছেন তার বৃক্ষ কাটা কিংবা পাতা ঝাড়া এবং পাখি ধরাকে। [২]

হাদিস নং ঃ-৪

সহী মুসলিম শরীফে বর্ণিত,রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান যে, নিশ্চয়ই আমি সম্মানিত করেছি দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলকে সেখানের . বাবলা গাছে না কাটা এবং শিকার করা নিষেধ দ্বারা ।[৩]

হাদিস নং ঃ-৫

সহি মুসলিম শরীফে বর্ণিত,রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান যে, নিশ্চয়ই ইব্রাহিম আলাইহিস স্বলাত ওয়াস সালাম মক্কা মোয়াজ্জামাকে সম্মানিত করেছেন। আর আমি মদিনা শরীফের দুই পাহাড়ের মধ্য যা কিছু আছে তা সম্মানিত করেছি। [৪]

হাদিস নং ঃ-৬

সহি মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত,রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরয করলেন, ইলাহি ! নিশ্চয়ই ইব্রাহিম আলাইহিস স্বলাত ওয়াস সালাম মক্কা মোয়াজ্জামাকে সম্মানিত করেছেন। এবং আমি মদিনার দুই কেনারায় যা কিছু আছে তাকে সম্মানিত করলাম । সেখানে কেও রক্তপাত করবে না, না যুদ্ধে নিমিত্তে অস্ত্র উঠাবে। না কোন গাছের পাতা ঝড়াবে । শুধু মাত্র জন্তু কে চারা খাওয়া বার জন্য পাড়তে পারবে । [৫]

হাদিস নং ঃ-৭

অনুরুপ হাদিস আছে -হাদিস সহি হাইনে হজরত আবু হুরাই রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন সমস্ত মদিনা শরীফ রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্মানিত করেছেন এবং তার আসে পাশে বারো মাইল পর্য্যন্ত সবুজ বৃক্ষকে লোকেদের ব্যাবহার থেকে হেফাজত করেছেন। [৬]

আহমদ ও আব্দুল রাজ্জাক নিজের মুসান্নাকে ইবনে জুবাইব হতে বর্ণনায় এই রকম আছে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা তয়েবার বৃক্ষকে কাটা এবং তার পাতা পাড়া হারাম করে দিয়েছেন ।

হাদিস নং ঃ-৮

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত,রাফেই বিন খাদিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমিয়েছেন,অবশ্যই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মদিনা তাইয়্যেবা কে হারাম বানিয়েছেন।[৭]

বি ঃদ্রঃ- ৯ ও ১০ নং হাদিসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ঃ-১১

সহী মুসলিম ও মায়ানিউল আসার আসেম আহওয়াল হতে বর্নিত, আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে জিজ্ঞাসা করলাম মদিনা শরীফ কে হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি হারাম শরীফ তৈরী করেছেন ? উওরে বললেন হাঁ, তার গাছ কাটা যাবে না তার ঘাস ছেঁড়া যাবে না , যদি করে তবে তার উপর আল্লাহুর লানত , তার ফেরেস্তাদের এবং সমস্ত মানুষেব লানাত। . এই থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইছি ।[৮]

হাদিস নং ঃ-১২

সুনানে আবিদাউদ শরীফে আছে সায়াদবিন আবি ওক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন নিশ্চয়ই হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হেরেম মুহতারাম কে সম্মানিত করেছেন ।[৯]

হাদিস নং ঃ-১৩

শারজিল বলেছেন আমরা মদিনা শরীফে শিকার ধরার জন্য জাল বিছাতে ছিলাম। হজরত জায়েদ বিন সাবিত তাশরীফ নিয়ে আসলেন। আমাদের জাল কে তুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন তোমরা জানো না রসুলুল্লাহু সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা শরীফে শিকার করা হারাম করেছেন। এবং আবু বাকর বিন আবি শাইবা হজরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে অনুরুপ বর্ণনা করেছেন নিশ্চয়ই হুজুর মদিনার দুই প্রান্তর মধ্যস্থল কে হেরেম করেছেন ।[১০]

হাদিস নং ঃ-১৪

আবু সাঈদ খুদবী রাদিয়াল্লাহ বর্ণনা করেছেন হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মদিনা শরীফের সম্মান দিয়েছেন তার গাছ কাটবেনা পাতা ঝড়াবেনা।[১১]

হাদিস নং ঃ-১৫

ইব্রাহিম বিন আব্দির রহমান বিন আওফ বলেছেন, আমি একটি পাখি ধরেছিলাম। সেটি নিয়ে বাহিরে গেলাম এবং আমার পিতা হজরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমার কান ধরে জোরে জোরে মললেন । এবং পাখিটি ছেড়ে দিলেন এবং বললেন,জানো না হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার শিকার হারাম করে দিয়েছেন । [১২]

হাদিস নং ঃ-১৬

সায়ব বিন জাসামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, নিশ্চয়ই হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকি কে সম্মানিত করেছেন এবং বলেছেন, তার চারণক্ষেত্র কারও দখলে থাকবে না একমাত্র আল্লাহু ও রসুল ব্যতিত।

তিনটি হাদিস ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত হাদিস হল ষোলটি। এর প্রথম আটটি হাদিস নিজ হুজুর আকদাস সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, আমি মদিনা শরীফ সম্মানিত করেছি। [১৩] অবশ্য এই বিশিষ্ট গুন আল্লাহু তায়ালা জন্য নিদিষ্ট দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন- তিনি মক্কা মোয়াজ্জামাকে সম্মানিত করেছেন এবং আমনতের দেশ তৈরী করেছেন । অবশ্য হুজুর আলাইহি অ স্সালাম নিজের ইরশাদ করেছেন নিশ্চয়ই মক্কা মোয়াজ্জামাকে আলাহু তায়ালা সম্মানিত করেছেন কোন মানুষে কবেননি।[১৪] (আলা হজরত বলেন) এই ইসনাদগুলি আমার রেসালা লিখার খাস উদেশ্য। কিন্তু ওহাবীর হৃদয়ের আফত এবং কঠিন থেকে কঠিনতর । মদিনার তয়েবার জঙ্গল এর সম্মানিত হওয়া শুধু ষোল হাদিস ছাড়াও আরও অনেক হাদিসে বর্ণিত আছে । বিঃদ্রঃ-ওহাবী দেওবন্দি গন ষোলটি হাদিস থেকে বুঝতে পারলে হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সারা পৃথিবীর মালিক ও মুখতার করে আল্লাহু তায়ালা পাঠিয়েছেন।

কিন্তু ওহাবি গনের পায়ে আগুন ধরে যাবে , হুজুরের মান মর্য্যদা খর্ব করার জন্য , অবশ্য তারা শান ও শকওকত মর্য্যদা বিন্দু মাত্র ক্ষুন্ন করতে পারবে না।

হাদিস নং ঃ- ১৭

মদিনা শরিফের এখান থেকে ওখান পর্য্যন্ত সম্মানিত তার বৃক্ষ কাটবে না।

আহমদ এবং এই বাক্য গুলি জামে সহিতে উল্লেখিত রয়েছে। [১৫]

হাদিস নং ঃ- ১৮

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আব ুহুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত-রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,মদিনা সম্মানিত। [১৬] (চলবে)

**গ্রন্থপঞ্জি **

১. সহীহ বোখারী,কেতাবুল আম্বিয়া ১/ ৪৮৮ পৃঃ
সহীহ বোখারী,কেতাবুল মাগাজী ২/৫৭৫ পৃঃ
সহীহ বোখারী,কেতাবুল ইতেসাম ২/১০৯০পৃঃ
সহীহ মুসলিম,কেতাবুল হজ্জ ১/৪৪১ পৃঃ
মুসনাদে ইবনে হাম্বাল ৩/১৪৯ পৃঃ
শারহে মানায়িল আসার ২/৩৪২ পৃঃ
২. সহীহ বোখারী,কেতাবুল বুয়ু ১/২৮৬ পৃঃ
সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ ১/৪৪০পৃঃ
মুসনাদ আহমাদ ১/৪৪০পৃঃ
শারহ মানাহিল আসার ১/৩৪২ পৃঃ
৩. শারহ মানাহিল আসার ২/৩৪৩ পৃঃ
৪. সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ ১/৪৪০পৃঃ
মুসনাদ আহমাদ ১/১৮১পৃঃ
শারহ মানাহিল আসার ২/৩৪১পৃ
৫. সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ ১/৪৪০পৃঃ
শারহ মানাহিল আসার ২/৩৪১ পৃঃ
৬. সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ ১/৪৪৩পৃঃ
৭. সহীহ বোখারী ,ফাযায়েলে মদিনা ১/২৫১ পৃঃ
সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ্জ ১/৪৪২ পৃঃ
৮. সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ ১/৪৪১পৃঃ
৯. সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ ১/৪৪০পৃঃ
১০. সুনানে আবি দাউদ ,কেতাবুল মানাসিক ১/২৭৪পৃঃ
১১. শারহ মানাহিল আসার ২/৩৪১ পৃঃ
১২.শারহ মানাহিল আসার ২/৩৪১ পৃঃ
১৩.শারহ মানাহিল আসার ২/৩৪১ পৃঃ
১৪.শারহ মানাহিল আসার ২/১৭৫ পৃঃ
১৫. সহীহ বোখারী ,ফাযায়েলে মদিনা ১/২৫১ পৃঃ,২. সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ ১/৪৪১পৃঃ,কানযুল উম্মাল ১২/২৩১ পৃঃ
১৬.সহীহ মুসলিম ,কেতাবুল হাজ ১/৪৪২পৃঃ

বাংলার আওলিয়া
হযরত নুর কুতুব আলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু

- মেহেদি হাসান জামালি (এম.এ; বি.এড)

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সুফীগণের অবদান চিরস্মরণীয়। সুফী বলা হয় সেই সমস্ত মহাপুরুষদের যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অকৃত্তিম ভালোবাসা দিয়ে রাজি করে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সেই হেদায়াতের নুর দ্বারা অন্ধকারচ্ছন্ন জনসমাজকে আলোকিত করেছেন। এই সুফীগণই ইসলামের বার্তা নিয়ে পৌঁছে গেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। দেশ থেকে শহর, শহর থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছেন সত্য দ্বীন ইসলামের আলো। এই সব সুফীদের ব্যবহারে, চারিত্রিক বৈশিষ্টে মুগ্ধ হয়ে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসেছেন। মানুষের নৈতিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশেষ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সুফীগণ ছিলেন বদ্ধপরিকর। নিজেদের অলৌকিক ও ক্ষমতার বলে প্রভাবিত করেছেন সমকালীন রাজনীতিকেও । মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে সেই ধরণের এক মহান সুফীর আবির্ভাব হয়, তাঁর নাম হযরত শেখ নূর কুতুব আলম চিস্তি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

জন্ম ও বংশপরিচয় ঃ

হযরত শায়েখ নূর কুতুব-ই-কুতুব আলম ছিলেন চিস্তিয়া সিলসিলার বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত শায়েখ আলাউল হক্ব পান্ডুভি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র সুযোগ্য পুত্র ও জাঁনশীন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বংশধর। হযরত শায়েখ নূর কুতুবে আলমের সম্মানিত জননী ছিলেন আয়না-এ-হিন্দ হযরত শায়েখ খাজা সিরাজউদ্দিন আখীর কন্যা বিবি মেহেরুন্নেসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ থাকলেও মনে করা হয় হিজরী অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে তাঁর জন্ম হয়। জন্মস্থান ছিল মালদা জেলার পান্ডুয়া শরীফে। তাঁর পিতামত শেখ উমার ইবনে আসাদ লাহোর থেকে বাংলায় আসেন এবং গৌড়ের সুলতানের কোষাধ্যক্ষ (Royal Treasurer) ছিলেন, যা বর্তমানে অর্থমন্ত্রকের সমতুল্য পদ ছিল। যাইহোক বংশ ও পদ উভয় দিক থেকে শায়েক নূর কুতুব আলাম আভিজাত্যের ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

শিক্ষাদীক্ষা ঃ

ইসলাম ধর্ম সবসময়ই শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমরা দেখতে পাই প্রতিটি যুগে যেসব মুসলিম মনিষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ছিলেন অদ্বিতীয়। শায়েখ নূর কুতুবে আলমের শিক্ষাজীবন শুরু হয় স্বীয়গৃহে। এরপর তিনি বীরভূমে যান এবং সেখানে কাজী হামিউদ্দিন কুনজানশীলের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এসময় তাঁর সতীর্থ ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ।

ইলমে জাহির শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তিনি ফিরে আসেন পান্ডুয়াতে । তিনি তাঁর পিতার নিকট বায়েত হন এবং ইলমে বাতিন শিক্ষা শুরু করেন।

কঠোর পরিশ্রমী জীবনযাপন ঃ

একজন সুফীর অনেক কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান তিনটি হল- ধনসম্পদ বিমুখতা অর্থাৎ দারিদ্রতাকে পছন্দ করা, আমিত্বের অবসান ও সৃষ্টি প্রতি করুনা ও সেবা। শেখ আলাউল হক্ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আপন

পুত্রকে এরূপ নীতির অনুসরণে কঠোর কৃচ্ছ্রতাপালনের নির্দেশ দেন। এই পর্বে সরকার নূর কুতুব আলম অত্যন্ত কঠোর ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতেন। পিতার নির্দেশ মতো তিনি গৃহ-পরিজনদের কাপড় চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতেন এবং তাদের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করতেন। খানকায় সুফী ফকীরদের সেবা করতেন।

বৃদ্ধ নারীদের পানির পাত্র বহনে সাহায্য করতেন। ঊরযের সময় পানি সরবরাহের দায়িত্ব তাঁরই উপর অপির্ত হত। দীর্ঘ আট বছর যাবৎ তিনি রান্নার জন্য জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করেছেন। এইভাবে তিনি নিজেকে উন্নত থেকে উন্নতর মর্যাদায় নিয়ে গেছেন। পিতা পুত্রের ইবাদাত ও রেয়াযত দেখে খুশি হয়ে খেলাফত দান করেছিলেন।

অবদান ঃ

তদানীংকালের বাংলার ইতিহাসে হুযুর শায়েখ নূর কুতুবে আলম রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবদান অনস্বীকার্য। দার্সগাহের একজন শিক্ষক হিসাবে, খানকাহের একজন শায়েখে ত্বরীকত হিসেবে কিংবা আপনযুগের কুতুব হিসাবে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে জমিদার রাজা গণেশ (গণেশ নারায়ন রায়ভাদুড়ি) বাংলার সিংহাসন দখল করেন। এরপর শুরু হয় মুসলিম জনগণের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন। তার অত্যাচারের হাত থেকে সুফী দরবেশও রেহায় পায়নি। বুকাননের বিবরণী থেকে জানা যায়, বহু দরবেশ ও উলামাদের রাজা গণেশের আদেশে জলে ডুবিয়ে শহীদ করা হয়। হযরত শায়েখ নূর কুতুব আলমের খাদিমের পুত্র বদর-উল-ইসলাম কেও জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছিল।

বাংলায় আপতিত মহাবিপদের দিনে রাজা গণেশের অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে জনগণকে যিনি বাঁচিয়েছিলেন-তিনিই সরকার নূর কুতুব আলম। তিনি রাজা গণেশের কবল থেকে গৌড়কে মুক্ত এবং ইসলামের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শাহ শর্কিকে পত্রমারফত আমন্ত্রন জানান। ইব্রাহীম শাহ শর্কি বাংলায় উপস্থিত হলে রাজা গণেশ ভয় পেয়ে যায় এবং দেরি না করে হযরত শায়েখের নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়। রাজা গণেশ পুত্র যদুনারায়ণ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন। তার নাম হয় জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ। হযরত শায়েখ নুর কুতুব আলম জালালুদ্দিনকে গৌড়ের সুলতান বানিয়ে দেন এবং প্রমাণ করে দেন, আল্লাহর বন্ধুগণই (আউলিয়া) প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। তাঁরা যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাসীন করতে পারেন, যাঁকে ইচ্ছা ক্ষমতাহীন করতে পারেন।

ইল্‌মী খিদমত ঃ

হযরত সরকার শায়েখ নূর কুতুব আলম বাকারামত বুজুর্গের সঙ্গে সঙ্গে একজন উচ্চমানের আলেমেদ্বীনও ছিলেন। তাঁর কাছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য ছাত্র ও শিষ্যরা জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পিপাসা মেটানোর জন্য আসতেন। তাঁর প্রথমসারীর ছাত্ররা হলেন-উত্তর প্রদেশেরে মানিকপুর থেকে আগত হযরত শায়েখ হুসামুদ্দিন মানিকপুরী, আজমীর শরীফ থেকে আগত সৈয়দ আলি আকবর প্রমূখ ছিলেন অন্যতম ছাত্র। তাঁরা ইলমে দ্বীন অর্জন করে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

একজন লেখক হিসাবে হযরত নুর কুতুব আলমের সুখ্যাতি ছিল। বিভিন্ন সময় ছাত্র ও মুরিদকে লেখা চিঠিপত্র তাঁর সাহিত্যগুণের পরিচয় দেয়। তাঁর রচিত পত্রগুলির সংকলন 'মাকতুবাতে শাইখ নুর কুতুব আলাম নামে পরিচিত। এর মূল হস্ত লিখিত পান্ডুলিপি আজও আলীগড় মুসলিম ইউনির্ভারসিটির মাওলানা আজাদ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। তাঁর রচিত আর একটি গ্রন্থ হল মুনিস আল ফুকারা। এই গ্রন্থে তাসাউফের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়েছে। তাঁর রচিত পত্রগুলি তৎকালীন সময়ের ঐতিহাসিক দলীলও বলা চলে। কারণ, সেখানে ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতির কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি একজন ভালো কবি ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলি স্রষ্টার ভালোবাসা ও প্রেম-ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর কবিতাগুলিতে 'রেখতা শৈলী'র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

খিদমত-ই-খাল্‌ক ঃ

সুফীগণ সৃষ্টিজগতের প্রতি সবসময় স্নেহ মায়া মমতার দৃষ্টি রাখাকে নিজ জীবনের কর্তব্যরূপে বিবেচনা করতেন। বস্তুত তাঁদের খানকাহগুলি ছিল সমাজের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অসহায়, নিরাশ্রয়দের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সরকার নুর কুতুব আলমের খানকাহ ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি খানকাহতেই একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। সেখানে অনেক ব্যাধির বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হত । একখানা রান্নাঘর বানিয়েছিলেন, সেখানে প্রতিদিন ক্ষুধার্তদের খাবার পরিবেশন করা হত।

আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ও মানবতার গুণে তাঁর জনপ্রিয়তা হয়েছিল আকাশ ছোঁয়া। আখবার-উল-আখিয়ার গ্রন্থে হযরত শায়েখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দেশ দেহেলবী লিপিবদ্ধ করেছেন, যখন শায়েখ নুর কুতুব আলম সফর করতেন, মাইলের পর মাইল জনগণ তাঁর পিছু পিছু চলত, জনগণ শ্রদ্ধাভরে মাথা ঝুঁকিয়ে নিত এবং তাঁর পদযুগল চুম্বন করত । তিনি চিস্তি সিলসিলার জনগণের প্রতি প্রেম ও সহনশীলতার নীতি মেনে চলতেন এবং তাদের মন জয় করে নিতেন।

নূর বা নূর শুদ ঃ

হযরত সুলতান-উল-আরেফিন, কুতুব-উল-আকতাব হযরত আলম মাখদুম উল মাশায়েখ শায়েখ নূর আল হক্ব ওয়াস শারাহ আল দিন আল মারুফ নূর কুতুবে আলম রাদিয়াল্লাহু আনহু র বেশাল তারিখ নিয়েও ঐতিহাসিক মহলে নানান মত রয়েছে। তবে 'মিরাত-আল-আসরার ' পান্ডুলিপিতে 'নূর বা নূর শুদ' শব্দগুচ্ছের আবজাদ রীতিতে ভেদ ভেঙ্গে ৮১৮ হিজরী পাওয়া যায়। বাংলায় এর অর্থ আলো মিশে গেল আলোতে। এই সালকেই গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। তাঁর সমাধি হয় মালদা জেলার পান্ডুয়ায় স্বীয় পিতার মাযারের পাশে। তিনি বিদায় নিলেও তাঁর বাতেনি নূর আজও হাজার হাজার মানুষকে হেদায়তের পথ দেখায়। তাঁর মাযার শরীফ এখনও আল্লাহ তা'য়ালার খাশ রহমত ও নেয়ামত প্রাপ্তির স্থল হিসাবে বিরাজ করছে।

মহিলা মহল

হায়েজ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি মাসলা

প্রশ্ন ঃ হায়েজ সম্পর্কে কুরআন মজিদ ও হাদিসে মুবারাকা কিছু বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ হল ঃ

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

অনুবাদ ঃ হে মাহবুব! তোমার কাছে লোকেরা হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলে দাও- এটা হল নোংরা বস্তু অতএব হায়েজে অবস্থাতে মহিলাদের থেকে বাঁচো এবং তাদের সহিত সহবাস করো না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়ে যায়, যখন পবিত্র হয়ে যাবে, তাদের নিকট ঐ ভাবে এস যেরূপ আল্লাহ তোমাদের হুকুম দিয়েছেন। অবশ্যই আল্লাহ তাওবা কারীদের বন্ধুত্ব রাখেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারী বন্ধুত্ব রাখেন।

হাদিস শরীফ ঃ সহীহ মুসলিমের মধ্যে বিদ্যমান- হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, ইহুদীদের মধ্যে যখন কোন মহিলার হায়েয আসত, তখন না তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে খেতে বসাত, না নিজেদের সাথে গৃহে রাখত । সাহাবায়ে কেরামরা (রাদিয়াল্লাহ আনহুম) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন- এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত আয়াত নাযিল করলেন। সুতরাং হুযুর ইরশাদ ফরমালেন ঃ 'সহবাস ব্যতীত প্রতিটি জিনিস কর'-এই খবর ইহুদীদের নিকট পৌঁছালে, তারা বলতে লাগল-এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতিটি কথার বিরোধীতা করতে চান। হযরত উসাইদ বিন হাযির এবং হযরত উবাদ বিন মুবাশশির রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এসে আরজ করলেন ঃ ইহুদীরা এরূপ বলতে থাকে, আমরা কি তাদের সহিত জেনা (সহবাস) করব না? (তাহলে সম্পূর্ণ বিরোধীতা হয়ে থাকে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পবিত্র চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল, এমনকি আমাদের ধারণা হল যে, উভয়ের উপর গযব হয়েছে এবং তারা চলে গেছে। তাদের সম্মুখে দুধের হাদিয়া হুযুরের নিকট পেশ করা হল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক পাঠিয়ে তাদের ডাকলেন এবং পান করালেন। তাঁরা জানালেন, হুযুর তাঁদের উপর গযব বর্তাননি।

হাদিস শরীফ ঃ সহীহ মুসলিম উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, ফরমিয়েছেন হায়েযের সময়ে আমি পানি পান করতাম, পূণরায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিতাম, যে স্থানে আমার লেগেছিল-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত স্থানেই স্বীয় মুখ মুবারক লাগিয়ে পান করতেন। আবারও হায়েজ অবস্থাতেই হাড় হতে গোস্ত পৃথক করে যেতাম, পূণরায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মুখ মুবারক উক্ত স্থানে রাখতেন, যেখানে আমার মুখ লেগেছিল।

প্রশ্ন ঃ ২ হায়েজ কাকে বলে ?

উত্তর ঃ মহিলাদের সম্মুখভাগ হতে যে রক্ত স্বাভাবিকভাবেই নির্গত হয়, তাকে হায়েজ বলে। শর্ত

হল ঐ রক্ত যেন অসুস্থতা ও সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার কারণে না হয়। এই রক্ত মহিলাদের গর্ভ হতে নির্গত হয়ে থাকে। (আলমগিরী, রাদ্দুল মুহতার, বাহারে শরীয়ত)

প্রশ্ন ঃ ৩ হায়েজ আসার হিকমত কী?

উত্তর ঃ সাবালিকা মেয়ের শরীরে প্রয়োজনাতিরিক্ত রক্ত স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয়, এ কারণে যে, গর্ভাবতী অবস্থায় ঐ রক্ত বাচ্চার খাদ্য স্বরুপ কাজে লাগে এবং দুধ পান করার সময় ঐ রক্তই আবার দুধে পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রশ্ন ঃ ৪ হায়েজের সর্বনিম্ন সময় এবং সর্বাতিরিক্ত সময় কত?

উত্তর ঃ হায়েজের নিম্ন সময়সীমা হল তিনদিন তিনরাত। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ৭২ ঘন্টা এর চেয়ে কয়েক মিনিট যদি কম হয়, তাহলে সেটা হায়েজ নয় বরং ইস্তেহাজা (রোগের কারণে)। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা হয় ১০দিনও দশরাত অর্থাৎ ২৪০ ঘন্টা। এর চেয়ে বেশি সময় ধরে রক্ত প্রবাহিত হল সেটা হায়েজ নয় বরং ইস্তেহাজা। (আলমগিরী, তানবিরুল আবসার, দুররে মুখতার, রাদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন ঃ ৫ ইস্তেহাজা কাকে বলে?

উত্তর ঃ ইস্তেহাজা হল ঐ রোগের নাম যার ফলে গর্ভ থেকে রক্ত না এসে জরায়ুর অভ্যন্তরভাগের কোন শিরা হতে রক্ত নির্গত হয়।

প্রশ্ন ঃ ৬ হায়েজ অবস্থাতে নামায হল মাফ কিন্তু ইস্তেহাজার সময় হুকুম কী?

উত্তর ঃ ইস্তেহাজা অবস্থাতে নামায আদায় করতে হবে, স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুনভাবে ওযু করতে হবে। (আলমগিরী, রাদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন ঃ ৭ মেয়েরা যদি নয় বছরের পূর্বেই রক্ত আসা দেখে, তাহলে সেটা কি হায়েজ?

উত্তর ঃ সেটি হায়েজ হয় বরং ইস্তেহাজা। (আলমগিরী, দুররে মুখতার, তাহাবী)

প্রশ্ন ঃ ৮ মেয়েরা ৫৫ কিংবা তার অধিক বয়সকালে যদি রক্ত আসত দেখে, তাহলে সেটার হুকুম কী?

উত্তর ঃ সেটা হল ইস্তেহাজা।

প্রশ্ন ঃ ৯ হায়েজের রক্ত ও ইস্তেহাজার রক্তে মধ্যে পার্থক্য কিভাবে নির্বাচন করা হবে?

উত্তর ঃ হায়েজের রক্ত হল দুর্গন্ধযুক্ত। অপরদিকে ইস্তেহাজার রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত নয়।

প্রশ্ন ঃ ১০ হায়েজের রক্ত কী কী বর্ণের হতে পারে?

উত্তর ঃ হায়েজের রক্তের বর্ণ ছয় ধরণের হতে পারে- ১. লাল ২. সবুজ ৩. হলদে ৪. কালো ৫. ছায়াবর্ণের ৬. মেটে বর্ণের।

বিঃ দ্রঃ সাদা বর্ণের তরল হায়েজ নয়।

প্রশ্ন ঃ ১১ হায়েজ অবস্থাতে রোজার হুকুম কী?

উত্তর ঃ হায়েজ অবস্থাতে রোজা বর্জন করবে। পরি পবিত্র অবস্থায় উক্ত রোজাগুলির কাজা আদায় করবে।

প্রশ্ন ঃ ১২ হায়েজযুক্ত মহিলার খাবার তৈরি করা, তার ব্যবস্থারকৃত বস্তু ব্যবহার করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বৈধ। হায়েজযুক্ত মহিলাদের পানি ও বিছানা হতে পৃথক করা হল ইহুদী ও মুশরিকদের প্রথা। (রাদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন ঃ ১৩ হায়েজযুক্ত মহিলার সহিত সহবাস করলে তার জন্য শরীয়তী হুকুম কি ?

উত্তর ঃ- হায়েজ অবস্থায়ী স্ত্রী সহবাস করা হল নিষেধ। যদি কোন গরীব মানুষ হায়েজ অবস্থাতে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে তাকে তাওবা ও ইস্তেগফার করতে হবে। আর যদি কোন ধনী এরূপ করে, তাহলে তাওবা ইস্তেগফারের সহিত সদকাও করবে। (রাদ্দুল মুহতার)

প্রশ্ন ঃ ১৪ হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের কোন কোন বিষয় হারাম ?

উত্তর ঃ হায়েজে অবস্থাতে হারাম হল - ১) নামায আদায় করা, ২) রোজা রাখা, ৩) কাবা শরীফের তাওয়াফ করা, ৪) কুরআন মজিদ তেলওয়াত করা, **৫) কুরআন মজিদ স্পর্শ করা, ৬) সহবাস করা, ৭) মাসজিদে যাওয়া। (আলমগিরী, দুররে মুখতার)**

প্রশ্ন ঃ ১৫ কোরআন মজিদের মুয়াল্লামা (শিক্ষা প্রদানকারীনি) হায়েজে ও নেফাসযুক্ত দিনগুলিতে কিরূপভাবে কুরআন পড়াবে ?

উত্তর ঃ এভাবে দিতে পারবে যে, পৃথক পৃথক শব্দ উচ্চারণ করে পড়াবে, এবং কলমা সমূহের মাঝে থেমে থেমে আদায় করবে। কুরআনের হিজ্জা করানো জায়েজ। (আলমগিরী)

প্রশ্ন ঃ ১৬ হায়েজ ও নেফাস যুক্ত মহিলা তাফসীর ফেকাহ, হাদিস ও অন্যান্য দ্বীনি পুস্তক স্পর্শ করতে পারবে কী ?

উত্তর ঃ ঐ সকল পুস্তক স্পর্শ করা হল মাকরুহ। ঐ সকল তখতী যার মধ্যে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ, সেটাও স্পর্শ করা জায়েজ নয়।

-------- ৩৮ **পাতার পর ↓↓↓↓**

এই হাদিসে জামাতের নামায প্রসঙ্গে এসেছে এবং এই হাদীসে মুক্তাদিকে ইমামের সঙ্গে কুরআন পড়তে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।এ ছাড়াও উক্ত হাদিসের ‘ফি শাইয়িন’ শব্দ থেকে জানা যাচ্ছে যে মুক্তাদি কোনো কিছুই পড়বে না - না সুরা ফাতিহা , না অন্য কোনো সুরা ।এর দ্বারা আরও বোঝা যায় যে, জাহরী (জোরে ক্বেরাতের নামায) কিংবা সির্‌রী (আস্তে ক্বেরাতের নামায) কোনো নামাযেই মুক্তাদি কুরআন পাঠ করবে না।

চতুর্থ দলীল

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,জামাতের নামাযে ইমাম হল অনুসরনের জন্য। অতএব ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমরাও আল্লাহু' আকবার বলবে।আর যখন ইমাম পাঠ করে তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকবে। যখন ইমাম বলে, ‘ গায়রিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দ্বলিন ’ তখন তোমরা বলবে আ-মী-ন। যখন সে রুকু করবে তোমরাও রুকু করবে.......।

ব্যখা:-ইমাম মুসলিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর শিষ্য আবুবকর রহমাতুল্লাহি আলাহ এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে ইমাম মুসলিম বলেন, ‘ আমার মতে হাদীসটি সহীহ ।’

পঞ্চম দলীল

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম এজন্য বানানো হয় যে,যেন তার অনুসরণ করা যায়। অতএব যখন সে তাকবীর বলবে,তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন রুকু করবে,তোমরাও রুকু করবে। যখন সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলবে তোমরা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলবে।যখন সিজদা করবে তোমরাও সিজদা করবে এবং যথন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে আর যখন সে বসে নামায পড়বে তখন তোমরাও বসে নামায আদায় করবে।[১]

উক্ত হাদীস শরীফে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তাদীদের ইমামের পিছনে করণীয় বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন।এক্ষেত্রে ক্বেরাতের কথা ইরশাদ করেন নি;যার দ্বারা এটা সাবস্ত্য হয় যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের ক্বেরাত নিষিদ্ধ।

১.বুখারী :আস-সহীহ,কিতাবু সিফা তিস সালাত ১/২৫৭পৃ:,হাদিস নং ৭০১, মুসলিম : আস-সুনান,কিতাবুস সালাত ১/৩০৯ পৃ:, হাদিস নং ৪১৪, আবু দাউদ : আস-সুনান,কিতাবুস সালাত ১/১৬৪ পৃ:,হাদিস নং ৬০২, ইবনে মাজাহ : আস-সুনান, কিতাবুস ইকামাতিস সালাত ১/২৭৬,হাদিস নং ৮৬৪ আহমদ বিন হাম্বাল:আল মুসনাদ ২/৩৪১পৃ:হাদিস নং ৮৪৮৩।

মহিলাদের ক্বরস্থান কিংবা মাযারে যাওয়া নিষিদ্ধ

... নুরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মহিলাদের মাযার কিংবা কবরস্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ। এবং এটাই হল হানাফী মাযহাবের চুড়ান্ত ফায়সালা। বর্তমান সমাজকে কলুষিত করার নিমিত্তে একদল আলেম সম্প্রদায় মহিলাদের মাযার কিংবা কবরস্থানে যাওয়াকে বৈধ বলতে শুরু করেছে। এরজন্য তারা নিজেদের দাবীর সপক্ষে কিছু দলীল ও ভ্রান্তিকর কিছু দাবী পেশ করে আসছে। এই আলোচনার মধ্যে মাযার বা কবরস্থানে মহিলাদের যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার দলীলসহ, পরিশেষে হুযুর আলা হযরত আযীমুল বারাকাত সাইয়্যেদি ইমাম আহমদ রেজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহু কতৃক প্রদও দলীল সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা সেঞ্চন করে হুযুর আলা হযরতেরই প্রদত্ত ফতোয়ার চুড়ান্ত ফায়সালা 'মহিলাদের মাযার বা কবরে যাওয়া নিষেধ 'তে পৌঁছাব।

ক্বরব বা মাযার যাওয়ার নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কিছু দলীল ঃ-

১. তিরমীযি শরীফে বিদ্যমান ঃ

أَنّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَتِ الْقُبُوْرِ. قَالَ وَفِي الباب: عن ابن عباس، وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ

অর্থাৎ, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বর যিয়ারতকারীনী মহিলাদের উপর লানাত বর্তিয়েছেন।

উক্ত অধ্যায়ে হযরাত ইবনে আব্বাস ও হযরাত হাস্সান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। ইমাম তিরমীযি ফরমিয়েছেন ঃ উক্ত হাদীসটি হল হাসান সহীহ। কিছু কিছু উলামার নিকট উক্ত হুকুমটি সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল যখন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতের হুকুম দেননি। যখন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতী দিলেন, তখন এই হুকুম পুরুষ ও মহিলাদেরও শামিল করে। কিছু উলামার নিকটে মহিলাদের কবর যিয়ারত করাতে বারণ এ কারণে করা হয় যে তাদের মধ্যে ধৈর্য সিমীত এবং কান্নাকাটি অধিকতর হয়ে থাকে। [২]

২. 'উমদাতুল ক্বারী' তে বিদ্যমান ঃ

حاصل الكلام من هذا كله ان زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام فى هذا الزمان

অর্থাৎ, মোদ্দাকথা হল এই- মহিলাদের কবর যিয়ারতে যাওয়া হল মাকরুহ। বরং, বর্তমান সময়ে হারাম।

৩. 'উমদুতুল ক্বারী' তে বিদ্যমান ঃ

قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه المرأة عورة و اقرب ما تكون الى الله فى قعربيتها فاذا خرجت استشرفها الشيطان

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ফরমিয়েছেন। মহিলা হল আপাদমস্তক শরফের নাম।

সবচেয়ে অধিক নৈকট্য স্বীয় গৃহের কুঠিরীতে হয়ে থাকে। যখন বাইরে আসে, শয়তান তখন কু-নজর দেয়। এর দ্বারা সাব্যস্ত যে, মহিলাদের মাযারে যাওয়াতো দূরের কথা তারা ইবাদতও ঘরের মধ্যে করবে।

৪. 'বাহরুর রায়েক' এ বিদ্যমান ঃ

لا ينبغى للنساء ان يخرجن فى الجنازة لان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نهاهن عن ذلك و قال انصرفن ماذوارت غير ماجورات

মহিলাদের জানাযাতে যাওয়া ঠিক নয়, হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের (মহিলাদের) যাওয়াতে নিষেধ করেছেন।

ইরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ যদি যায় তাহলে নেকীর পরিবর্তে গুনাহার বোঝা নিয়ে ফিরবে।

জানাযাতে যাওয়া হল ফরযে কিফায়া। যদি সেখানে যাওয়া বৈধ না হয় তাহলে ক্বরর যিয়ারত হল মুস্তাহাব ক্রিয়া, সেক্ষেত্রে কিরূপে বৈধ হবে!

৫. দুররে মুখতারে বিদ্যমান ঃ يكره خروجهن تحريما মহিলাদের বের হওয়া হল মাকরুহ তাহরিমী।

আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালা ঃ

হুযুর আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত শাহ আহমাদ রেজা খান ফাদ্বিলে বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমিয়েছেন ঃ মহিলাদের বুজুর্গদের মাযারে যাওয়া হল নিষেধ। আহকামে শরীয়তের মধ্যে দ্বীতিয় খন্ডে বর্ণিত হয়েছে- মহিলাদের মাযার কিংবা সাধারণ কবরস্থানে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

পরিশেষে, যদি কোন ক্ষেত্রে দু'প্রকার দলীল বিদ্যমান থাকে সেক্ষেত্রে কোনটির উপর আমল হবে, এ ব্যাপারে ফিকাহ শাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য কায়দা হল ঃ- درء المفاسد أولى من جلب المصالح অর্থাৎ, মন্দ কাজকে দূরীভূত করা ফায়দা হাসিল করা হতে অধিক উত্তম । সুতরাং যখন মন্দ ও উত্তম এর মধ্যে বৈপরিত্য দেখা যাবে, তখন উত্তম দিকটি ছেড়ে দিয়ে মন্দ দিকটি দূরীভূত করতে হবে। কারণ, পবিত্র শরীয়তের দৃষ্টি হারাম, নিষিদ্ধ, ফ্যাসাদযুক্ত বিষয়কে দূরীভূত করার ব্যাপারে অধিক কঠোর হল হুকুম, কল্যাণ কর্ম সম্পন্ন করা অপেক্ষা। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ- (অর্থ) - যখন আমি তোমাদের কোন বিষয়ে হুকুম দেব তখন তোমরা সাধ্যমত তা সম্পন্ন করবে, এবং যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করব তখন সেটা থেকে দূরে থাকবে।

অতএব, উপরিক্ত আলোচনা ও ফিকহ শাস্ত্রের নিয়মের আলোকে এটা প্রতিভাত হল যে, মহিলাদের জন্য কবরস্থান হোক কিংবা মাযার উভয় স্থানে যাওয়া হল নিষিদ্ধ।

ফাতওয়া বিভাগ (আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর)

১. হুযুর এটা কি সহীহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত– যে দেশে জন্ম হয়েছে সে দেশকে ভালোবাসা ঈমানের অংশ ?

উত্তরঃ- اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّاب اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَاب ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

দেশপ্রেম সম্পর্কে যে হাদিস বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ দেশ প্রেম হল ঈমানের অংশ, এটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। বরং ইমাম শামসুদ্দিন সাখাবী 'মাক্বাসিদে হাসানা' এবং ইমাম জালালুদ্দিন সিয়ূতী 'আদদুরারুল মুনতাশিরা' এর মধ্যে একত্রিতভাবে উক্ত রেওয়াত সম্পর্কে বলেছেন- لم اقف عليه: অর্থাৎ এ সম্পর্কে জানা যায়নি।

وَاللّٰهُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

২. *আসসালামু আলাইকুম,*

আমি প্রায় ৩০ বছর যাবৎ ইমামনগরে ইমামতী করতাম, বর্তমানে ইমামতী ছেড়ে দিয়েছি। তবে ছাড়ার পর গ্রামের মোড়লদের বা গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিয়েছি যে, ইমাম ভাতা আমার একাউন্টে ঢোকে অতএব আপনাদের নতুন ইমাম এলে আপনারা রেজুলেশন করে আমার কাছে পাঠাবেন আমি সই করে দেব যে, আমি বর্তমান ইমাম নই। তাতে গ্রামের লোকেরা আমাকে বলেছে যে, এখন

আমাদের ইমাম স্থায়ী হয়নি যখন হবে তখন বলবো। অতএব, যতদিন ইমাম স্থায়ী না হচ্ছে ততদিন আপনি ভাতা খান এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এমতাবস্থায়, উক্ত ভাতা আমার খাওয়া জায়েয হবে কী–না ? মেহেরবানী করে লিখিত উত্তর দেবেন।

উত্তরঃ- اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

ইমাম ভাতা পাওয়ার হক্কদার হল উক্ত মাসজিদের উপস্থিত ইমাম। এতদ্ব্যতীত অন্য কেউ কিংবা অন্য কোন খাতে উক্ত অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। যেরূপভাবে, রাদ্দুল মুহতারে. বিদ্যমান ঃ

১ شرط الوقف کنص الشارع.

ফাতওয়া খাইরিয়ার মধ্যে বিদ্যমান ঃ

২ اذاوجد شرط الواقف فلاسبیل الی مخالفته.

অতএব, যেহেতু বর্তমান ইমাম অনুপস্থিত সেহেতু মাসজিদের মোতায়াল্লি কিংবা কমিটিকে উক্ত অর্থ বুঝিয়ে দেন। এবং তাদেরকে মাসলা সম্পর্কে অবগত করান যে, এর হক্কদার হল মাসজিদের উপস্থিত ইমাম। আমি যেহেতু প্রাক্তন, আমার জন্য এই অর্থ বৈধ নয়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

(১. রাদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৭পৃঃ। ২. ফাতওয়া খাইরিয়া ১/২০৭ পৃঃ)

৩. আসসালামু আলাইকুম,

কি বলেন ওলামায়ে কেরাম, ইয়াজিদকে কাফের বলা যাবে কী–না, যদি না বলা যায় তাহলে মুসলমান বলা যাবে কি ?(ওলিউল্লাহ, আসাম)

উত্তরঃ – اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

ইয়াজিদ পালিদকে কাফের বলার ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। সাইয়্যেদুনা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর অনুসারীগণ ইয়াজিদকে কাফের বলে মন্তব্য করেন। আমাদের ইমাম ইমামে আযাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতঃ চুপ থাকার কথা বলেছেন।

"ফাতওয়া রেজবীয়া" শরীফের মধ্যে হুযুর আলা হযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন -

لہذا امام احمد

اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطا سکوت فرمایا کہ ا

س سے فسق و فجور متواتر ہیں کفر متواتر نہیں،

অতএব, আমরা আমাদের ইমামে আযামের অনুসরণ করতঃ এ ব্যাপারে চুপ থাকব। অর্থাৎ, ইয়াজিদকে ফাসেক, ফাজের ব্যতীত না কাফের বলব; না মুসলমান। ২

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

(১. ফাতওয়ায়ে রেজবীয়া ১৪/৫৯৩ পৃঃ। ২. বাহারে শরীযাত ১/৭৭ পৃঃ)

৪. আসসালামু আলাইকুম,

কি বলেন ওলামায়ে কেরাম, গরুর উঝরি বা ভুঁড়ি খাওয়া কি শরীয়তে বৈধ ? কোন আলেম যদি এটি খাওয়াকে বৈধ বলে তার জন্য হুকুম কী ?

উত্তরঃ- اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

ফাতওয়া 'ফায়জে রসুল'-এর মধ্যে বিদ্যমান -

حلال جانور کی اوجھڑی کھانا مکروہ تحریمی قریب حرام کے ہے۔

অর্থাৎ, হালাল পশুর ভুঁড়ি খাওয়া হল মাকরুহ তাহরিমী, হারামের নিকটবর্তী।

ঐ ফতোয়া পুস্তকেই বিদ্যমান -

اوجھڑی اور آنتوں کو طبعی یعنی مباح کہنے والا جاہل ہے۔

অর্থাৎ, উঝরি(ভুঁড়ি) কে মুবাহ ব্যক্তকারী হল জাহেল।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

(১. ফাতওয়ায়ে ফায়জে রসুল ২/৪৩২)

বিশ্বব্যাপি ইসলামবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে কারা ও কেন ?

... মুহাম্মাদ এ কে আযাদ আরিফা

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য উপাদান ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামের প্রতি অদৃশ্যমান শত্রুভাবান্নতা। এটি মুসলিম-বিদ্বেষী বর্ণবাদের একটি নতুন রূপ। ঘৃণার ভাইরাস। এর উদ্দেশ্য ইসলামের বাস্তবিক দৃশ্যকে পাল্টে দিয়ে মুসলমানদের বদনাম করা। পশ্চিমা মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে ভয় ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে মুসলিম-বিরোধী মনোভাব তৈরি করে আর এর প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যপী দৃশ্যমান প্রতিদিন। আল কুরাআন পোড়ানো, মসজিদে গুলি চালিয়ে মুসলিম নিধন, গো-রক্ষকদের গণপিটুনিতে হত্যা, বৈষম্যমূলক আইন, হিজাব পরা মহিলাদের উপর আক্রমন ইত্যাদির উদাহরণ প্রায় প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ সকল মানবাধিকার কমিশন এর পর্যবেক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দিন দিন এত বাড়ছে, তারা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং ধর্মবিশ্বাসের অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। (তথ্যসূত্র ঃ বিবিসি নিউজ বাংলা, ২৪ এপ্রিল ২০১২)

প্রশ্ন হল, ইসলামকে কেন এত ভয় পশ্চিমা সুপার পাওয়ারদের ? এর মূল কারণ ইসলাম প্রশ্নে পশ্চিমা পুজিঁবাদী সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতা। জাগতিক উন্নতির চূড়ায় অবস্থিত পশ্চিমা পূজিঁবাদী সভ্যতার ধারকরা জানে যে, অর্থনৈতিক শোষণ সহ। মানুষকে সকল বক্রতা, সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্তি প্রদানই ইসলামের লক্ষ। ফলে পশ্চিমারা যদি ইসলামের প্রকৃতরূপ ও রসের আস্বাদন পেয়ে যায় তাহলে তারা আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অন্তসারশূণ্য ধরে ফেলবে এবং এও বুঝে ফেলবে যে কিভাবে মানবতার কথিত ঠেকাদার মহাউন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বজুড়ে সমাধানের মোড়কে সমস্যা আর ওষুধের মোড়ক বিষ সাপ্লাই করে।

■ মানবতার কথিত ঠেকাদার পশ্চিমা সভ্যতা বিশ্বব্যাপি যে মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে তার মুল্য বছরে প্রায় তিনশো একুশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

■ মানবতার কথিত ঠেকাদার পশ্চিমা সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ব জুড়ে কেবল মদ বিক্রির পরিমান বছরে ষোলশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

■ মানবতার কথিত ঠেকাদার পশ্চিমা সভ্যতার বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বাণিজ্য বছরে প্রায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

■ মানবতার কথিত ঠেকাদার পশ্চিমা সভ্যতার সারাবিশ্বে পতিতা বাণিজ্যের মুল্য বার্ষিক প্রায় ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

■ মানবতার কথিত ঠেকাদার পশ্চিমা সভ্যতার বিশ্বব্যাপী জুয়া ব্যবসার মূল্য বছরে প্রায় ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

■ মানবতার কথিত ঠেকাদার পশ্চিমা সভ্যতার কম্পিউটার গেম নিয়ে ব্যবসার মূল্য বিশ্বব্যাপী বার্ষিক ৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সকলেই জানেন যে, ইসলাম মাদক, অস্ত্র, পতিতা, জুয়া কম্পিউটার গেম ইত্যাদি বাণিজ্যের অনুমোদন দেয় না। ইসলামে আগ্রাসি যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামে জুয়া নিষিদ্ধ। এখন ইউরোপের মানুষ যদি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অংশগ্রহন করে ইসলাম ও তার আইনকে নেয়, তাহলে মদ-পতিতা-জুয়া নিয়ে মাফিয়া ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে আর এই হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে বিদ্বেষ ছড়ানোর মূল কারণ। ইসলাম যেহেতু মাফিয়া ব্যবসায়ীদের বৈশ্বিক অবৈধ বাণিজ্যের প্রতি হুমকি স্বরুপ তাই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ

ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের ক্বেরাতই মুক্তাদির ক্বেরাত বলে ধরা হবে। কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফে বিদ্যমান,জামাতের নামাযে ইমামের পিছনে মুকতাদির সুরা ফাতিহা ও অন্য কোন সুরা পাঠ নিষিদ্ধ।

প্রথম দলীল:কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون

অর্থ:- ''এবং যখন কুরআন পড়া হয়,তখন তা মনোযোগ দিযে শ্রবণ কর এবং চুপ করে থাক, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।''[১]

ব্যখ্যা: এ আয়াতের ব্যখ্যা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহাবা ও মুফাসসিরগণ যেমন হযরত আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস,হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আব্দুল্লা ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইরশাদ করেন,এই আয়াত নামায ও খুতবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহুব উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,এ বিষয়ে উম্মাহব ইজমা রয়েছে যে,এই আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ন হয়েছে[২]।

ইমাম যায়েদ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেছেন, কিছু মানুষ ইমামেব পিছনে ক্বিরাত পড়তেন,তখন এই বিধান অবতীর্ন হয়- যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে।[৩]

হযরত বাশীর ইবনে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন,হযরত আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়ালেন এবং অনুভব করলেন যে, কিছু মানুষ ইমামের সঙ্গে ক্বিরাত পড়ে। নামায শেষে তাদের ভৎসনা করে তিনি বললেন,আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন- যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে। এরপরও কি তোমরা বিষয়টি বুঝছ না। এখনও কি তোমাদের বোঝার সময় হয়নি !

মন্তব্য:- সাহাবায়ে কেরাম,তাবেয়ীন, মুফাসসিরিন ও মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে,উপরোক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব উক্ত আয়াতের নির্দেশ হল, ইমাম যখন নামাযে কুরআন পড়বে তখন মুক্তাদি চুপ থাকবে।

দ্বিতীয় দলীল

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, ''যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে তখন ইমামের ক্বেরাত পড়াই তার ক্বেরাত পড়া রূপে ধর্তব্য হবে।''[৪]

তৃতীয় দলীল

হযরত আতা বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যায়েদ বিন সাবিতের নিকট ইমামের সাথে ক্বেরাত পড়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উওর দিলেন, 'মুক্তাদির ইমামের সাথে কোনো প্রকার ক্বেরাত নেই।'[৫] .....৩৩ পাতা দেখুন

১.তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/২৮১, ২.আলমুগনী ১/৪৯০, ৩. আলমুগনী ১/৪৯০, ৪.জামিউল আসানিদ ১/৩৩১পৃ:, খাওয়ারযামী; আল–মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ১/৯৬ পৃ: আল–মুসনাদ ১/৩২০পৃ:, হাদিস নং ১০৫০. আল–মুজামুল আওসাত , তাবারাণী ৮/৪৩পৃ: আস–সুনানুল কুবরা;বায়হাকী ২/১৬০পৃ:, মুসনাদে ইমামে আযাম ৬১পৃ:, ৫.মুসলিম:আস–সহীহ, কিতাবুস সালাত ১/১৬৪পৃ:হাদিস নং ৬০২, নাসাঈ :আস–সুনান, কিতাবুল ইফতেতাহ ২/১৬০পৃ:হাদিস নং৯৬০, নাসাঈ :আস–সুনানুল কুবরা ১/৩৩১পৃ:হাদিস নং১০৩২, আবু আওয়ানা: আল–মুসনাদ ১/৫২২পৃ:হাদিস নং১৯৫১।

কাব্য লিপি

মা আমেনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)

মাওলানা ফায়জান রেজা জামালী

ধন্য পেয়ে নবীর দামান সে তো মা হালীমা
যার উদরেতে নবী সে তো মা আমিনা
নবীর আগমনে খুশি খোদার হুর গেলেমান,
মা আমিনার ঘরেতে এলেন নবী দোজাহান
নবীর নুরে আলোকিত আব্দুল্লাহর গো ঘরানা
উম্মাতে মুহাম্মাদী বড় খুশ নসিবী
আর ভাগ্যবান তারা নবীর যুগে সাহাবী
নবীর প্রেমে সাহাবীদের ছিল সাজানো সিনা
মা হালিমা পেয়ে নবী ঘর হয় আবাদ
ইশারাতে চলে তাহার আকাশের গো চাঁদ
নবীর কদম ধোয়া পানি মিটে শত বাসনা।
দয়ার নবী মা হালিমা কত যে বরকত ময়
তাইতো নবিকে মোরা দেখতে সদা যে চাই
নবীর পেলে দেখা মোদের চমকায় নসীব খানা
মায়ের উদরে নবীজী সে পিতা হারা
ছয় বছর বয়স নবীর সে মাতা হারা
ফায়জান রেজা বলে এত ছিল খোদার মহিমা।

শানে হুযুরে আকরাম
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

''চেহরার যাঁর নাই তুলনা''

চেহেরার যাঁর নাই তুলনা চন্দ্রেও নয় সূর্যেও নয়,
যুলফ যাঁর রূপের বাহার নিশিও নয়, আঁধার নয়।
গুঞ্জরী মৌমাছিরে কয়, মধুতে স্বাদ কিরূপ হয়,
নাবীর নামেতে হয় মধু ফুল দ্বারা নয় ফলেও নয়।
পাসিনাতে বয় খুশবুর সুভাষ,দূর হতে পায় সব তা আভাষ,
সুগন্ধে নেই যার তুলনা গোলাপেও নয় মুশকেও নয়।
সেরা যিনি নাবী সবার, আরও তিনি ক্বীবলা কাবার,
শান হল যাঁর নাবীর সেরা আদমেও নয় ঈসারও নয়।
করেন ভ্রমণ আরশে আযীম,হুর গেলেমান করে তাযিম
পৌঁছান সেথা যায়নি যেথা, নাবীও নয় ফারেশতাও নয
হুযুরকে বলে খেজুরের ডাল আপনি বিনা রয়েছি বেহাল,
রাখবে তোরে মোর জান্নাতে কুরসিতেও নয়, আরশেও নয়।
ধণ্য আরিফ পেয়ে নাবী যিনি, মালিকে দোজাহান তিনি,
হয়নি কেও মোর আক্কার মত, আগেও নয়, পরেও নয়।

এস দরুদ পড়ি

এস দরুদ পড়ি, দরুদে জীবন গড়ি।
হয় না কবুল দোয়া নবীর দরুদ বিনা।।
আক্কার দরুদ পড়ে, মনকে দাওগো ভরে,
বিপদ যাবে সরে,দিল হবে সোনার মদিনা।
দীদার নাবীর পেলে শান্তি হয় যে দিলে।
ঈদের সেরা হয় ঈদ, আর নুরে ভরে সিনা।
প্রিয় আক্কার এই শান,যিনি হন জানে ঈমান।
নুরের সৃষ্টি বিশ্ব জাহান, মেলে ওসিলায় দানা।।
পীরের সাহারা নিয়ে,দরুদের ওসিলা দিয়ে।
বলব মদিনায় গিয়ে : দীদার বিনা রওয়া যায় না।
'পেয়ে নাবীর দর্শণ হয় যেন মোর মরন,

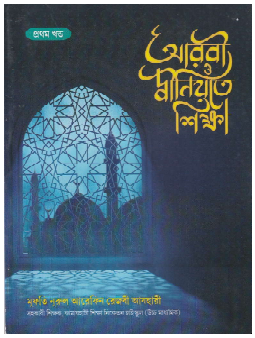

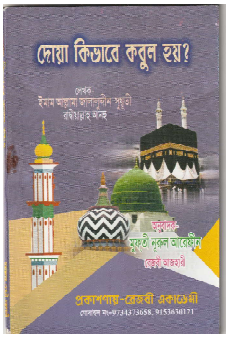

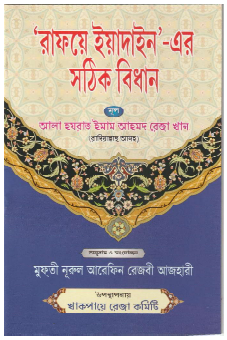

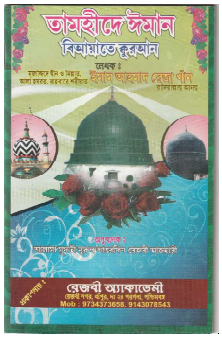

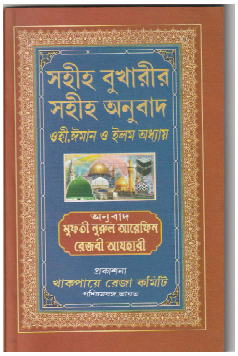

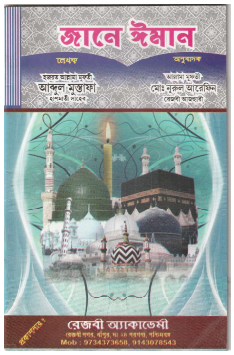

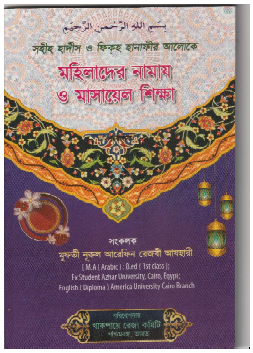

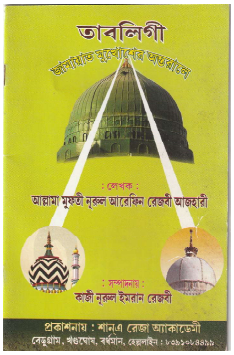

Ashrafiya Net Center

Prop - Khairul hasan asraf

Cont - 9775195662/7001258669

ashrafiyanetcenter@gmail.com

এখানে online -এর সমস্ত কাজ করা হয়, যেমন- পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার আপডেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, লাইফ সার্টিফিকেট (পেনশন এর), ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়। ইহাছাড়া জেরক্স, স্পাইরাল বাইন্ডিং, ল্যামিনেশন ও পাসপোর্ট ছবি তোলা হয়। এছাড়া বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবী ভাষায় প্রশ্নপত্র ও বই টাইপ ও সেটিঙ্গ করা হয়।

বিঃ দ্রঃ - আধার কার্ডের মাধ্যেমে যে কোন ব্যাঙ্কের টাকা তোলা ও জমা করা হয়।

ফিকরে রেজা অ্যাকাডেমি

(ইসলামিক পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় সেন্টার)

বিঃ দ্রঃ - মুফতি নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী সাহেবের লিখিত সমস্ত বইগুলি পাওয়া যায়।

Fatekhar Jangal, Lutbagan @ Jangipur @ Murshidabad